ভিক্টোরিয়া-চরিত।

ঢাকা মেডিকেল স্কুলের ভূতপূর্ব্ব সহকারী শিক্ষক

শ্রীকামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কর্ত্তৃক প্রণীত।

মধ্যবাঙ্গলা ও মধ্য ইংরেজী স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর
এবং উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী স্কুলের পঞ্চমশ্রেণীর
বালক বালিকাগণের পাঠোপযোগী।

প্রথম সংস্করণ।

ঢাকা

গোপীনাথ-যন্ত্রে

শ্রীগোপীনাথ বসাকদ্বারা মুদ্রিত।

১৮৯৮। ২৫শে মার্চ্চ।

মূল্য ।৶০ ছয় আনা

বিজ্ঞাপন।

ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া আদর্শ-রমণী। সমুজ্জ্বল রাজশ্রী এবং নিষ্কলঙ্ক-পবিত্র-চরিত্র-গৌরবে তিনি পৃথিবীর সমস্ত রাজন্যবর্গমধ্যে শীর্ষস্থানীয়া। রাজ্ঞীরূপে তিনি আমাদের যেরূপ বরণীয়া, আদর্শ-রমণীরূপেও তিনি ততোধিক পূজনীয়া। বর্ত্তমান সভ্যজগতে মহারাণীর ন্যায় আদর্শ-রমণী অতি বিরল। এদেশের বালকবালিকাগণের শৈশবকালহইতেই রাজভক্তি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মহারাণীর আদর্শ-জীবন-চরিত আলোচনা করা একান্ত কর্ত্তব্য। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পবিত্র জীবনী পাঠে সুকুমারমতি বালকবালিকাগণের সবিশেষ উপকার দর্শিবে, এই উদ্দেশ্যে আমি ইংরেজী ও বাঙ্গলা নানাবিধ গ্রন্থহইতে, এই পুস্তক খানি অতি সংক্ষেপে ও সরলভাষায় সংগ্রহ করিয়াছি। পুস্তকখানি মধ্যবাঙ্গলা ও মধ্যইংরেজী স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর এবং উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর বালক বালিকাগণের পাঠোপযোগী করিবার জন্য চেষ্টা করিতে বিন্দুমাত্রও ত্রুটি করি নাই। তবে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণের বিবেচনাধীন রহিল।

মুন্সীগঞ্জ—ঢাকা
সন ১৩০৪। ফাল্গুন

গ্রন্থকার।

ভিক্টোরিয়া-চরিত।

প্রথম অধ্যায়।

জন্ম ও বাল্যকাল।

১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মে তারিখে, লণ্ডনের নিকটবর্ত্তী কেন্‌সিংটন্ রাজপ্রাসাদে মহারাণী ভিক্টোরিয়া জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম এড্‌ওয়ার্ড, ডিউক্ অব্ কেণ্ট্। রাজকুমার এড্‌ওয়ার্ড ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জ্জের চতুর্থ পুত্র ছিলেন। ইনি জর্ম্মানীর অন্তর্গত সেক্সকোবর্গের অধিপতির কন্যা. বেলজিয়মের রাজা লিওপোল্‌ডের সহোদরা ভিক্টোরিয়া মেরি-লুইসাকে বিবাহ করেন।

রাজকুমার এড্‌ওয়ার্ড নিরতিশয় সত্যনিষ্ঠ, সহৃদয়, ও পরহিতৈষী ছিলেন। তিনি যেখানে কোন সাধু কার্য্য দেখিতেন, সেখানেই আপনার সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন, এবং নৃপতিসুলভ গর্ব্ব পরিহার করিয়া সাধারণ লোকের সহিত মিলিত হইতেন। এই সমস্ত কারণে তিনি রাজা এবং মন্ত্রি-সমাজকর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়াছিলেন। রাজকুমারের অন্যান্য ভ্রাতারা অত্যন্ত বিলাসী ও ইন্দ্রিয়াসক্ত ছিলেন। তাঁহারা মন্ত্রি-সমাজের অনুগ্রহ লাভ করিয়া প্রচুর বৃত্তি পাইতেন। কিন্তু সদাশয় এড্‌ওয়ার্ড যে বৃত্তি পাইতেন, তদ্দ্বারা তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনও সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইত না।

শুভ বিবাহের পর রাজকুমার এড্‌ওয়ার্ড ও রাজ পুত্রবধূ লুইসা আর্থিক অনাটননিবন্ধন কতিপয় মাস জর্ম্মানদেশে বাস করিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহারা পুনরায় ইংলণ্ডে আগমন করেন এবং কেন্‌সিংটন রাজভবনে বাস করিবার আদেশ প্রাপ্ত হন। এই প্রাসাদেই রাজবধূ লুইসার এক কন্যা হইল। কন্যা, রূপে রাজভবন আলোকিত করিল। কন্যার মাতুল, জ্যেষ্ঠভ্রাত, খুল্লতাত ও রাজমন্ত্রিগণ, রাজাদেশে সেই ভুবনমোহিনী কন্যার মূর্ত্তি দেখিতে আসিলেন। জয়ধ্বনিতে

চারিদিক্ পরিপূর্ণ হইল। কন্যার পিতা এবং জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়গণ রাজকুমারীর নাম রাখিলেন,—"এলেক্-জেন্দ্রিনা ভিক্টোরিয়া"।

অনন্তর রাজকুমার এড্ওয়ার্ড এবং মেরি লুইসা রাজকুমারী ভিক্টোরিয়াকে সঙ্গে করিয়া স্বাস্থ্যোন্নতির নিমিত্ত সমুদ্রের অদূরবর্ত্তী সিড্মাউথ্ নামক স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদা একটী শিকারপ্রিয় বালক রাজভবনের নিকটে চড়ুই পক্ষী শিকার করিতে-ছিল। যে গৃহে রাজকুমারী ছিলেন, ঘটনাক্রমে একটী বন্দুকের গুলি সেই গৃহের শার্শী ভেদ করিয়া রাজকন্যার মস্তকের অল্প দূর দিয়া চলিয়া গেল। ভীতিবিহ্বলা ধাত্রীর চীৎকারধ্বনি শ্রবণ করিয়া সক-লেই সেই গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং রাজকুমারীর প্রাণ রক্ষা হইয়াছে দেখিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। এদিকে দাসদাসীগণ বালকটীকে ধরিয়া আনিল। দয়া-প্রবণ রাজকুমার এড্ওয়ার্ড সেই অসাব-ধান বালককে বলিলেন—"তুমি এরূপ বিপজ্জনক আমোদ আর কখনও করিও না।" এই বলিয়াই তাহাকে নিষ্কৃতি প্রদান করিলেন।

এই ঘটনার অল্পদিন পরেই রাজকুমার এড্ওয়ার্ড

জ্বররোগাক্রান্ত হইয়া পরলোক গমন করিলেন। অনাথিনী রাজবধূ লুইসা তনয়াকে ক্রোড়ে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শূন্যমনে রাজভবনে প্রত্যাগত হইলেন।

রাজকুমারের অকালমৃত্যুতে রাজবধূ লুইসা নিরতিশয় বিপন্ন অবস্থায় নিপতিত হইলেন। তিনি এবং তাঁহার ভ্রাতা লিওপোলড্ ঐকান্তিক যত্নসহকারে রাজকুমারীকে লালনপালন করিতে লাগিলেন। রাজকুমার এড্ওয়ার্ডের মৃত্যুর অল্পদিন পরেই তাঁহার পিতা তৃতীয়জর্জ্জ প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার ভ্রাতৃগণের মধ্যে কাহারও কোন সন্তানাদি ছিলনা। সুতরাং ইংলণ্ডের রাজসিংহাসন ক্রমেই রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার সন্নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। এদিকে ভিক্টোরিয়ার ইংলণ্ডের অধিশ্বরী হওয়ার সম্ভাবনা যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তাঁহার অসহায়া জননী ততই আগ্রহ ও যত্নসহকারে কন্যাকে সুশিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

যে সমুদয় মহদ্গুণে আজ মহারাণী ভিক্টোরিয়া আদর্শ-জীবনে সুশোভিত, যে উদারতানিবন্ধন আজ তিনি জগদ্বিখ্যাত, যে ধর্ম্মভাবপ্রভাবে তিনি সাধু

সমাজে এত আদরণীয়া, যে লোকহিতৈষণাগুণে তাঁহার সমস্ত প্রজাগণ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত,—সে সমস্তই তিনি তাঁহার পিতা মাতার নিকটহইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

তিনবৎসর বয়ঃক্রমকালে রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া দ্বিতীয়বার প্রাণ-সঙ্কট বিপদে পড়িয়াছিলেন। তিনি মাতার সহিত শকটারোহণে ভ্রমণ করিতে যাইতেছিলেন, পথে ঘোড়া ক্ষেপিয়া গাড়ীখানা উল্টাইয়া ফেলিল। একজন বীর সৈনিকপুরুষ রাজকুমারীর বসন ধরিয়া চক্ষের পলকে গাড়ীহইতে উত্তোলন করিয়া তাঁহাকে উপস্থিত বিপদ্‌হইতে মুক্ত করিলেন।

ইহার অল্পদিন পরে, ভিক্টোরিয়া জননীর সহিত নৌকারোহণে সমুদ্রমধ্যবর্ত্তী বাতি ঘর দেখিতে গিয়াছিলেন। তখন ঝড়ে তাঁহাদের নৌকার মাস্তুল ভগ্ন হইয়া যায় এবং রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া যেস্থানে ছিলেন, ভগ্ন মাস্তুল সেইস্থানে পতিত হওয়ার সময়, সণ্ডার্স নামে জনৈক নাবিক ক্ষিপ্রহস্তে তৎক্ষণাৎ রাজকুমারীকে ক্রোড়ে লইয়া নিরাপদ্ স্থানে স্থাপন করেন। ভিক্টোরিয়া ঈশ্বরানুগ্রহে এইরূপ আরও অনেক প্রাণ-সঙ্কট বিপদ্‌হইতে রক্ষা পাইয়াছেন।

রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার যখন পাঁচবৎসর বয়স, তখন তাঁহার শিক্ষার নিমিত্ত পার্লিয়ামেণ্টমহাসভাহইতে বার্ষিক যাট্ হাজারটাকা মঞ্জুর হয়। ডাক্তার জর্জ্জ-ডেভিস্ রাজকুমারীর শৈশব-শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। ব্যারোনেজ্ লেজেন্নাম্নী জনৈকা উচ্চবংশীয়া গুণবতী রমণী শিশুকালহইতেই রাজকুমারীর ধাত্রী এবং শিক্ষয়িত্রী কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। জননী লুইসা, পাদ্রি ডেভিস্ ও শিক্ষয়িত্রী লেজেন্ ইঁহারা তিনজনেই রাজকুমারীর শৈশব-চরিত্র গঠনের বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। ছয়বৎসরকাল ইঁহাদের কঠোর যত্ন ও পরিশ্রমে, রাজকুমারী বিবিধ ভাষাশিক্ষা ও বিবিধ শাস্ত্রে সুন্দর জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি একাদশ বৎসর অতিক্রম করিতে না করিতেই ইংরেজী ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী ও জর্ম্মানভাষায় উত্তম-রূপে কথা বলিতে পারিতেন; ইটালী ভাষাতেও তাঁহার সুন্দর জ্ঞান জন্মিল। ল্যাটীন্ ও গ্রীক্ ভাষা অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন, গণিতশাস্ত্রেও তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। রাজকুমারীর সুযোগ্য মাতুল লিওপোলড্ মহোদয় তাঁহাকে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা শিক্ষা প্রদান করিতেন। রাজবধূ লুইসা এই সমস্ত

বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গেসঙ্গে যাহাতে রাজকুমারীর শৈশব-কালহইতেই ধর্ম্মজ্ঞান জন্মে, তজ্জন্য পাদ্রি ডেভিস্‌কে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। পাদ্রি ডেভিস্ প্রত্যহ প্রাতে খৃষ্ট-ধর্ম্মের সারগ্রন্থ বাইবেল-হইতে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজবধূ লুইসা প্রতিদিন প্রাণাধিক তনয়ার অধ্যাপনাকার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। রাজকুমারীও প্রতিদিন ধর্ম্মোপদেশের সারমর্ম্ম জননীর সমীপে প্রকাশ করিতেন।

রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া বয়োবৃদ্ধিসহকারে বিবিধ বিষয়ের অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলেন। মাতৃভূমির প্রাচীন ইতিহাস পাঠে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ জন্মিল। ইংলণ্ডের যেসকল স্থান ঐতিহাসিক ঘটনা এবং ব্যবসায় বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত, ভিক্টোরিয়া মাতার সহিত সেই সকল নগর পরিদর্শন করিয়া নানাবিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে লাগিলেন। রাজবধূ লুইসা রাজকুমারীকে শৈশবকালহইতেই নিরতিশয় যত্ন ও আগ্রহসহকারে ইংলণ্ডের ভদ্রসমাজের রীতি নীতি, আচার ব্যবহার, শিষ্টাচার ও সভ্যতার নিয়মাদির সুশিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আদর্শ-জননী এইরূপ একাগ্রতা ও অবিশ্রান্ত যত্নসহকারে রাজকুমারীর কোমলহৃদয়ে

সদ্বৃত্তির অঙ্কুর সকলকে পূর্ণ বিকশিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে, চরিত্রই জীবনে সর্ব্বপ্রকার সুখ ও সম্মানের নিদান, তাই তিনি অতি শৈশবকালহইতেই তনয়ার জীবনে সুনীতির বীজ রোপণ করিয়া হৃদয়কে ধর্ম্ম ও পবিত্রতার দিকে প্রধাবিত করিতে সাধ্যানুসারে যত্ন করিয়াছিলেন। ফলতঃ রাজবধূ লুইসা রাজকুমারীর সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষা ও উন্নতিবিধানে সতত যত্নবতী থাকিতেন। সেই সময় ইংরেজগণ তাঁহাদের বালিকাদিগকে নৃত্য, গীত, সূচিকার্য্যপ্রভৃতি সাধারণ বিষয়ের শিক্ষা প্রদান করিতেন। কিন্তু রাজবধূ লুইসা রাজকুমারী ভিক্টোরিয়াকে উচ্চপদের উপযুক্ত শিক্ষাপ্রদান করিতে সতত নিযুক্ত থাকিতেন।

ভিক্টোরিয়া শৈশবকালহইতেই ধার্ম্মিকা ও সত্যবাদিনী ছিলেন। তিনি কখনও মিথ্যাকথা ব্যবহার করিতেন না, মিথ্যার প্রতি সর্ব্বদা বিরাগ প্রকাশ করিতেন। একদিন তিনি বালিকা স্বভাবনিবন্ধন পাঠে অমনোযোগিনী হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং শিক্ষয়িত্রী লেজেনের কথা দুইবার শুনিলেন না। ভিক্টোরিয়া শিক্ষয়িত্রীর সহিত কলহ করিতেছেন, ইহা শ্রবণ করিয়

রাজবধূ লুইসা অমনি তথায় উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "লেজেন্! কি হইয়াছে?" লেজেন্ উত্তর করিলেন "বিশেষ কিছুই হয় নাই, রাজকুমারী একবার আমার কথা শুনেন নাই।" রাজকুমারী অতি বিনীত-ভাবে শিক্ষয়িত্রীর হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, "আমি দুইবার আপনার কথা শুনি নাই, আপনার কি ইহা মনে নাই।" বালিকাকালহইতেই ভিক্টোরিয়ার সত্যপ্রিয়তা এইরূপ স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছিল।

বালিকাকালে রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া জননীর নিকটহইতে আপনার ইচ্ছামত ব্যয় করিবার জন্য প্রতিমাসে কতক টাকা পাইতেন। একদিন শিক্ষ-য়িত্রীকে সঙ্গে করিয়া তিনি বাজারে গেলেন। ভিক্টো-রিয়া রাজপরিবারের বন্ধু বান্ধবদিগকে উপহার দেও-য়ার জন্য সামান্য২ কতকগুলি জিনিষ ক্রয় করিলেন। এতদ্ভিন্ন অন্য একটী জিনিষ ক্রয় করিবার জন্য তাঁহার বড়ই ইচ্ছা হইল, কিন্তু এদিকে তাঁহার সমস্ত অর্থই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং তিনি উহা স্বস্থানে রাখিয়া দিলেন। বিক্রেতা বলিলেন "আপনার নিকট এই জিনিষটী ধারে বিক্রয় করিতেছি, আপনি সুবিধামত ইহার মূল্য পাঠাইয়া দিবেন।" রাজকুমারী

তদুত্তরে বলিলেন, "না আমি ধারে লইব না। তবে আপনি যদি এই জিনিষটী একমাসকাল তুলিয়া রাখেন, তবে আমি আগামী মাসের বৃত্তি পাইলে ইহার মূল্য প্রদান করিয়া লইতে পারি।" বিক্রেতা তাহাতেই সম্মত হইলেন এবং রাজকুমারী যথাসময়ে আসিয়া সেই জিনিষটী ক্রয় করিয়া লইলেন।

আর একদিন রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া মণিমুক্তা ক্রয় করিবার অভিপ্রায়ে এক স্বর্ণকারের দোকানে প্রবেশ করিলেন। তখন একটী অপরিচিতা ভদ্রমহিলাও অলঙ্কার ক্রয় করিতেছিলেন। সেই ভদ্রমহিলার একটা হীরকের হার ক্রয় করিবার জন্য অত্যন্ত ইচ্ছা হইল। কিন্তু উহার মূল্য শ্রবণ করিয়া তিনি দুঃখিতচিত্তে হার স্বস্থানে রাখিয়া চলিয়া গেলেন। রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া ভদ্রমহিলার আত্মসংযম দেখিয়া বিশেষ প্রীত হইলেন। তিনি সেই হার ক্রয় করিয়া সেই ভদ্রমহিলাকে উপহার পাঠাইয়া দিলেন এবং তিনি যে তাঁহার আত্মসংযম ও পরিণামদর্শিতাদর্শনে অতীব পরিতোষ লাভ করিয়াছেন, তাহাও উপহারের সঙ্গে লিখিয়া পাঠাইলেন।

রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া এইরূপে শৈশবজীবনের

একাদশবর্ষকাল অতিক্রম করিয়া দ্বাদশবর্ষে পাদক্ষেপ করিলেন। নিঃসন্তান ইংলণ্ডেশ্বর চতুর্থজর্জ্জ ভিক্টোরিয়াকে ভাবী ইংলণ্ডেশ্বরী অবগত হইয়া তাঁহার শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসম্বন্ধে তত্ত্বাবধান করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া ইংরেজী সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্কবিদ্যা, অশ্বারোহণ, ধনুর্বিদ্যা,গানবাদ্য,চিত্রবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে সুশিক্ষিতা হইতে লাগিলেন। আদর্শ-জননী গভীর একাগ্রতা-সহকারে সতত তাঁহার প্রিয়তমা তনয়াকে ধর্ম্ম ও নীতি-শিক্ষা প্রদান করিতেন। ফলতঃ যাহাতে রাজকুমারীর বুদ্ধি প্রখরা হয়, হৃদয় উন্নত হয়, চরিত্র পবিত্র হয়, রাজবধূ লুইসা সেই চেষ্টায় সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিতেন। অনেক সময়ই ভিক্টোরিয়া মনে মনে ভাবিতেন, "এত শিখিয়া আমি কি করিব।" রাজবধূ লুইসা অন্ধের যষ্টি-স্বরূপা একমাত্র কন্যাকে সর্ব্বতোভাবে আদর্শ রমণী করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঈশ্বরা-শীর্ব্বাদে তাঁহার এই সাধু চেষ্টা সম্যক্‌রূপে ফলবতী হইয়াছিল। আদর্শ জননীর এই সুশিক্ষার ফলেই-ভিক্টোরিয়ার বর্ত্তমান জীবন অকলঙ্ক শরচ্চন্দ্রের ন্যায় সভ্যজগতের গগনপটে শোভা পাইতেছে।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে রাজা চতুর্থজর্জ্জ নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করিলেন। তাঁহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডিউক্ অব্ ক্লোরেন্স চতুর্থ-উইলিয়াম উপাধি গ্রহণ-করিয়া ইংলণ্ডের রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। তাঁহারও কোন সন্তান সন্ততি ছিল না। সুতরাং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী-রাজকুমারী ভিক্টোরিয়াই ইহার পরে সিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন,ইহাতে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না। কিন্তু বুদ্ধিমতী জননী এই শুভ সংবাদ আপনার তনয়াকে বলেন নাই এবং অন্য কাহাকেও বলিতে দেন নাই। অনেক জননী পুত্রকন্যার ভবিষ্যৎ সম্পদ্ ও সৌভাগ্য মনে করিয়া অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া, সন্তানের নিকট সকল কথা প্রকাশ করিয়া থাকেন। "ইংলণ্ডের রাণী হইব" এই কথা শ্রবণ করিয়া পাছে রাজকুমারীর মাথা ঘুরিয়া যায়, পাছে শিক্ষার প্রতি তাঁহার অশ্রদ্ধা জন্মে, পাছে বালিকা অহঙ্কারী হইয়া উঠে, ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করিয়াই রাজবধূ লুইসা এতদিন একথা প্রকাশ করেন নাই এবং অন্য কাহাকেও প্রকাশ করিতে দেন নাই।

একদিন শিক্ষয়িত্রী লেজেন্ রাজবধূ লুইসাকে বলিলেন, "দেখুন, ভিক্টোরিয়া এখন আর নিতান্ত

শিশু নাই, এখন সে সমস্তই বুঝিতে পারে, এই সময় আমাদের সকল কথা প্রকাশ করা একান্ত কর্ত্তব্য। জননী এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে, রাজকুমারী প্রত্যহ ইংলণ্ডের যে ইতিহাস পাঠ করেন, শিক্ষয়িত্রী লেজেন্ একদিন সেই পুস্তকের মধ্যে একখণ্ড কাগজে ইংলণ্ডের রাজবংশাবলী লিখিয়া রাখিয়া দিলেন। ভিক্টোরিয়া পাঠের সময় সেই কাগজ খণ্ড পড়িয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "একি! আমি ইংলণ্ডের রাজসিংহাসনের অতি নিকটে আসিয়াছি—ইহাই কি ঠিক?" শিক্ষয়িত্রী লেজেন্ বলিলেন "ইহাই প্রকৃত কথা।" তৎপরে তিনি কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিলেন, "অনেক বালক বালিকা রাজা বা রাণী হইবে শুনিয়া অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া পড়েন, কিন্তু ইহাতে গর্ব্বের বিষয় কিছুই নাই। রাজসিংহাসনের দায়িত্ব বড়ই কঠিন। ইহাতে পদমর্য্যাদা আছে সত্য, কিন্তু দায়িত্ব তদপেক্ষা অনেক বেশী।"

এই কথা বলিয়া রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া শিক্ষয়িত্রী লেজেনের হস্তধারণপূর্ব্বক গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "আমি এই পদের গৌরব রক্ষা করিতে প্রাণপণে যত্ন করিব। আমি এখন বুঝিতে পারিলাম ল্যাটিন্-

ভাষা শিক্ষার জন্য আপনারা কেন এত আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। ল্যাটিন্ ইংরেজী ব্যাকরণের ভিত্তিস্বরূপ এবং ল্যাটিন্‌ভাষায় অতি সুন্দর সুন্দর পদাবলী আছে, এই কথা আপনারা সর্ব্বদাই কেন বলিতেন, এতদিনে আমি আপনাদের উপদেশের ও শিক্ষার প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইলাম।" শিক্ষয়িত্রী লেজেন্ কহিলেন, "রাজকুমারি! এখনও সম্পূর্ণ আশা করিও না, আপনার পিতৃব্যপত্নী রাণী এডিলেডের এখনও বয়স বেশী হয় নাই; এখনও তাঁহার সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। তাঁহার সন্তান হইলে বর্ত্তমান রাজার অভাবে তিনিই ইংলণ্ডের রাজা বা রাণী হইবেন। রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া তদুত্তরে বলিলেন,—"যদি তাহাই হয়, তাহাতেই বা আমার দুঃখ কি? রাজমহিষী আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন, তাঁহার একটী সন্তান হইলে তিনি বড়ই সুখী হইবেন।"

এই ঘটনার পর হইতেই রাজকুমারী বিশেষ উৎসাহ ও উদ্যমসহকারে বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়নে ও বিবিধ জ্ঞান উপার্জ্জনে আপনার অমূল্য সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন। এদিকে পার্লেমেণ্ট মহাসভা ভাবী ইংলণ্ডেশ্বরীর সুশিক্ষার জন্য একলক্ষ সাট্‌হাজার টাকা

বার্ষিক বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। এই হইতেই রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার ও তাঁহার মাতার অর্থকষ্ট কথঞ্চিৎ বিদূরিত হইল।

এইরূপে রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার সপ্তদশ বৎসর-কাল পূর্ণ হইলে, প্রচলিত প্রথানুসারে রাজকুমারীকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিতা করা হইল। এই সময় রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার সরল ধর্ম্মভাবের বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। ক্যাণ্টারবারীর ধর্ম্মযাজক রাজকুমারীকে উপদেশ দিতে লাগিলেন,—"বৎসে! তুমি ইংলণ্ডের ভাবী অধীশ্বরী। রাজসিংহাসনে বসিয়া বিশেষ সাবধানতার সহিত পর্য্যালোচনা করিয়া প্রত্যেক কার্য্য নির্ব্বাহ করিও। রাজসিংহাসনের দায়িত্ব বড়ই কঠিন। সংসারমায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পাদন করিতে কখনও বিমুখ হইও না। যখনই কোন সঙ্কটে পতিত হইবে, তখন রাজার রাজা পরমপিতা পরমেশ্বরের দিকে চাহিয়া আপনার জীবনের সমস্ত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিবে। বিপদে,সম্পদে, সুখে দুঃখে, সর্ব্বদাই ঐকান্তিক ভক্তিসহকারে ভগবানের শরণাপন্ন হইও।" এই অমূল্য উপদেশ শ্রবণ করিয়া রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া হৃদয়ের আবেগ সংবরণ

করিতে পারিলেন না, তিনি জননীর স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া শিশুর ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রাজবধূ লুইসা বাহুদ্বারা ভিক্টোরিয়াকে বেষ্টন করিয়া রাখিলেন। এই পবিত্র অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করিয়া সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ এবং রাজা চতুর্থ উইলিয়াম কেহই চক্ষুজল সংবরণ করিতে পারিলেন না। এইরূপ পবিত্রদৃশ্য ইংলণ্ডে আর কেহ কখনও দেখেন নাই।

রাজবধূ লুইসা একদিন তনয়াকে বলিলেন, "মা! আমি তোমাকে অতিকষ্টে পালন করিয়াছি। তুমি দুঃখিনীর কন্যা, আর কিছুদিন পরেই ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিরোহণ করিবে। তুমি রাণী হইলে কেহ যেন তোমাকে কোনও বিষয়ে অযোগ্য মনে না করেন। সর্ব্বদা ভগবানের প্রতি নির্ভর রাখিয়া সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিতে যত্ন করিও। তোমার উচ্চপদের গৌরব সমুচিত রক্ষা করিতে তুমি সর্ব্বদাই যত্নশীলা থাকিও। তুমি এখন সৎস্বভাবা ও উত্তমা গৃহিণী হইলে, ভবিষ্যতে উত্তমা রাণী হইতে পারিবে। বৎসে, দুঃখিনী মাতার কথা স্মরণ করিয়া সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিও।" রাজা লিওপোলড্‌ও মধ্যে২ ইংলণ্ডে আগমন করিয়া ভিক্টোরিয়াকে দেখিয়া যাইতেন এবং তাঁহার

শিক্ষার তত্ত্বাবধান করিতেন। তিনিও সহোদরার ন্যায় রাজকুমারী ভিক্টোরিয়াকে নানা বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেন।

রাজবধূ লুইসা কন্যার মানসিক ও নৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক উন্নতির জন্যও বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। মাতার আদেশে রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া প্রতিদিন বাগানের ফুলগাছে স্বয়ং জল সেচন করিতেন। প্রত্যহ নিয়মিতরূপে ব্যায়াম করিতেন এবং অপরাহ্লে পদব্রজে বা অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। যেসকল গার্হস্থ্যনিয়ম পালন করিলে শরীরের সুস্থতা, প্রাণের সজীবতা, হৃদয়ের কোমলতা, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা এবং চরিত্রের পবিত্রতা জন্মে তৎসমুদয়ই রাজবধূ লুইসা কন্যাকে শিক্ষাপ্রদান করিতেন। তাঁহার সুশিক্ষাপ্রভাবে রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া নিয়মিত সময়ে আহার, নিয়মিতসময়ে শয়ন, যথাসময়ে ব্যায়াম ও অধ্যয়ন এবং বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদ ও ধর্ম্মালোচনায় সময় অতিবাহিত করিতেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

রাজ্যাভিষেক।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মে দিবসে রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার জীবনের অষ্টাদশবর্ষ পূর্ণ হইল। ইংলণ্ডের আইনঅনুসারে রাজপরিবারের বালকবালিকা অষ্টাদশবর্ষে প্রাপ্তবয়স্ক বলিয়া গৃহীত হয়। অষ্টাদশ বৎসর পূর্ণ হইলে রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া প্রাপ্তবয়স্কা হইলেন। এই শুভদিনে ইংলণ্ডের সর্ব্বত্রই মহাসমারোহব্যাপার আরম্ভ হইল। ইংলণ্ডেশ্বর আপন ভ্রাতুষ্পুত্রীকে স্নেহভরে একটী বহুমূল্যের পিয়েনো-যন্ত্র ও নানাবিধ দ্রব্য উপহার প্রদান করিলেন! রাজপরিবারের অপরাপর সকলে হৃষ্টমনে এই

শুভদিনে বিবিধ উপহার পাঠাইয়া দিলেন। প্রজাগণ রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া ও রাজবধূ লুইসাকে নানাবিধ উপহার ও অভিনন্দনপত্র অর্পণ করিলেন। ইংলণ্ডের সমস্ত রাজকীয় কার্য্যালয় এই দিবস বন্ধ হইল। ইংলণ্ডেশ্বরের রাজভবনে এই উপলক্ষে একটী রাজকীয় ভোজ হইয়াছিল। রাজা চতুর্থ উইলিয়াম শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন এই ভোজে উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই।

এই উৎসবের কতিপয় দিবস পরেই, রাজা চতুর্থ উইলিয়ামের জন্মদিন উপলক্ষে এক মহারাজদরবার হয়। এই দরবারে রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া উপস্থিত হইয়া, আপনার অমায়িকব্যবহারে সকলকেই নিরতিশয় প্রীত ও মোহিত করিয়াছিলেন। রাজা চতুর্থ উইলিয়ামের শারীরিক অসুস্থতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমেই ভীষণাকার ধারণ করিল। ক্রমে তিনি এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার চলৎশক্তি রহিত হইল। রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া আপন জ্যেষ্ঠতাতকে প্রত্যহ দেখিতে যাইতেন। রাজা চতুর্থ উইলিয়াম রাজকুমারীকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। একদিন তাঁহার হাত দুখানি ধরিয়া বলিলেন, "মা!

আমার এই বিশাল রাজ্য তোমায় প্রদান করিলাম, তুমি ভগবানের পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া প্রজাপালন করিও। ঈশ্বর ভিন্ন এই সংসারে আর কেহই রক্ষক নাই।” দেখিতে দেখিতে মহারাজার পীড়া ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, চিকিৎসকগণ হতাশ হইয়া পড়িলেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জুন শনিবার রাত্রি দুই ঘটিকার সময় রাজা চতুর্থ উইলিয়াম ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করিলেন। রাজরাণী এডিলেড্, রাজপরিবারবর্গ এবং প্রজামণ্ডলী হাহাকার শব্দে ধূলায় লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন।

রাজার মৃত্যুর সময় রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া কেন্‌সিংটন্ রাজপ্রাসাদে ছিলেন। ইংলণ্ডেশ্বরের মৃত্যুর অব্যবহিতপরেই রাজ-পুরোহিত ডাক্তার হাউলে, রাজকর্ম্মচারী লর্ড চেম্বারলেন্ কেন্‌সিংটন্ যাত্রা করিলেন। তখনও রাত্রি প্রভাত হয় নাই, প্রাসাদের ফটক বন্ধ, দৌবারিকগণ গভীর নিদ্রায় অচেতন। তাঁহারা প্রাসাদের ফটকে ধাক্কা মারিলেন, ঘণ্টা বাজাইলেন এবং অবশেষ চীৎকার করিতে লাগিলেন। ইঁহারা বহুক্ষণপর্য্যন্ত দ্বারে আঘাত করিয়া অতিকষ্টে দ্বারবান্‌কে জাগাইলেন। কিয়ৎকাল পর একজন চাকরাণী আসিয়া

তাঁহাদিগকে প্রাসাদের নিম্নতলস্থ এক প্রকোষ্ঠে বসাইয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল "রাজকুমারী সুমধুর নিদ্রায় অভিভূত আছেন, এসময় তাঁহাকে জাগাইতে আমরা সাহসী হইতেছি না। রাজ-পুরোহিত বলিলেন," আমরা রাজকার্য্যে মহারাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। তোমরা সত্বর তাঁহাকে এই সংবাদ প্রদান কর।" চাকরাণী আনন্দে বিহ্বলা হইয়া তৎক্ষণাৎ রাজকুমারীর নিদ্রাভঙ্গ করিল। রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া ঘুমের পোষাকের উপর একখানি শাল জড়াইয়া, চটিপায়ে, আলুলায়িতকেশে, অশ্রুপূর্ণলোচনে অথচ প্রশান্ত ও গম্ভীরভাবে তাঁহাদের সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। রাজ-পুরোহিত ডাক্তার হাউলে এবং রাজকর্ম্মচারী লর্ড চেম্বারলেন্ উভয়ে রাজকুমারীকে সম্মুখে দেখিয়া নতজানু হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। রাজ-পুরোহিত অশ্রুপূর্ণনয়নে কহিলেন, "মা! রাত্রি দুই ঘটিকার সময় আপনার জ্যেষ্ঠতাত চতুর্থ উইলিয়াম ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। আপনি এখন ইংলণ্ডের অধীশ্বরী।" ভিক্টোরিয়া কিয়ৎকাল নীরবে থাকিয়া রাজ-পুরোহিতকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আপনি আমার জন্য

ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করুন্। আমি যেন ভগবানের কৃপায় এই দুস্তর রাজনীতি-সাগর পার হইতে পারি।” এই কথা বলিয়া ভিক্টোরিয়া নতজানু হইয়া যুক্তকরে উপবিষ্ট হইলেন এবং পরম পিতা পরমেশ্বরের শুভাশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া এই নূতন রাজত্বের সূচনা করিলেন।

এদিকে প্রভাত হইবামাত্র লণ্ডন নগরের যাবতীয় প্রধান ২ ব্যক্তি কেন্‌সিংটন্ রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। বেলা নয়টার সময় প্রধান রাজমন্ত্রী লর্ড মেলবোরণ্ ভিক্টোরিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি ইংলণ্ডেশ্বরীর সমক্ষে নতজানু হইয়া যুক্তকরে বলিতে লাগিলেন, “এখনই এই রাজভবনের অন্য প্রকোষ্ঠে আপনার প্রিভিকৌন্সিলের প্রথম সভার অধি-বেশন হইবে। ইংলণ্ডের যাবতীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তি তথায় সমবেত হইয়াছেন।” রাজমন্ত্রী ভিক্টোরিয়ার সমীপে ইহা নিবেদন করিয়া, সভার কার্য্যবিবরণ তাঁহাকে সম্যক্‌রূপে বুঝাইয়া দিলেন। তদনন্তর তাঁহারা সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন এবং বিনীতভাবে সমবেত ভদ্রমহোদয়গণকে অভিবাদনপূর্ব্বক আসন পরিগ্রহ করিলেন। তৎপরে রাজকুমারী অতি সুললিত ও

সুস্পষ্ট স্বরে বলিতে লাগিলেন,—"আমার প্রিয়তম জ্যেষ্ঠতাত রাজা চতুর্থ উইলিয়ামের মৃত্যুতে আমি বড়ই শোকগ্রস্তা হইয়াছি। তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহ আমি কখনও ভুলিতে পারিব না। তাঁহার মৃত্যুতে দেশের গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে এবং আমার উপর এই বিশালরাজ্যশাসনভার পতিত হইয়াছে। যে দয়াময় ঈশ্বর আমাকে এই রাজসিংহাসন প্রদান করিয়াছেন, তিনি আমাকে সুমতি প্রদান ও বল বিধান করিবেন, এইরূপ আশা যদি আমার না থাকিত, তবে অদ্য আমি এই বিষমভারে অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িতাম। ঈশ্বরই আমার একমাত্র ভরসা। এই দয়াময়ের পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া আমি প্রজাপালন করিব। পার্লেমেণ্ট মহাসভার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও প্রজাগণের রাজভক্তি, এই কয়টী বিষয়ের প্রতি আমি সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিয়া এই বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করিতে সাহসী হইয়াছি। আমি সুশিক্ষিতা স্নেহশীলা জননীর তত্ত্বাবধানে থাকিয়া উপযুক্ত শিক্ষক এবং শিক্ষয়িত্রীর সাহায্যে শিক্ষা লাভ করিয়াছি। শৈশবকালহইতেই আমি ইংলণ্ডের রীতি, নীতি, আচার,ব্যবহার,আইন ও শাসনপ্রণালীকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছি। আমি

এই বিশাল রাজ্যের প্রজাগণের ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার রক্ষা করিতে সতত যত্নবতী থাকিব।" মহারাণীর এই বক্তৃতা শেষ হইলে, তিনি সকলের সমক্ষে ঈশ্বরকে সাক্ষী রাখিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা ও আইন এবং প্রজাগণের অধিকার ও স্বত্বরক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধা হইলেন। তখন মন্ত্রি-সমাজের সভাগণ ও সমাগত প্রজামণ্ডলী মহারাণীর সমক্ষে নতজানু হইয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিলেন। এই সময়ে তাঁহার গম্ভীর ও প্রশান্তভাব দর্শন করিয়া, প্রজাবর্গ নিরতিশয় প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন এবং লক্ষ কণ্ঠস্বরে "মহারাণী দীর্ঘজীবিনী হউন্" বলিয়া তাঁহার উপরে শুভাশীর্ব্বাদবর্ষণ করিতে লাগিলেন। রাজকর্ম্মচারিগণ যথানিয়মে নগরের সর্ব্বত্র মহারাণীর রাজত্ব ঘোষণা করিলেন। প্রজাগণের আনন্দ উৎসাহ এবং ভক্তি শ্রদ্ধা দর্শনে মহারাণী নিরতিশয় প্রীতি লাভ করিলেন।

অনন্তর মহারাণী স্নেহময়ী জননীর সমীপে প্রত্যাগমন করিয়া প্রজাবৃন্দের আনন্দোচ্ছ্বাসদর্শনে বিমুগ্ধা হইয়া, মাতার বক্ষোপরি আনন্দাশ্রু নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মাতার স্নেহপরিপূর্ণ উপদেশে মহারাণীর হৃদয়ের বেগ প্রশমিত হইলে, তিনি এক নির্জ্জনগৃহে

প্রবেশ করিয়া পবিত্রমনে ভগবানের চিন্তা ও তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রায় দুই ঘণ্টাকাল ঈশ্বরোপাসনা করিয়া তিনি এই গুরুতর কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। সেদিনহইতে আজপর্য্যন্ত তিনি কোন গুরুতর কার্য্যসাধনকালে সর্ব্বসিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরের কৃপা ভিক্ষা না করিয়া কখনও কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন না।

এই শুভদিনে মহারাণী সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার শোকাতুরা পিতৃব্যপত্নী রাণী এডিলেড্‌কে শোকদগ্ধহৃদয়ে এক সান্ত্বনাসূচক পত্র লিখিলেন। পিতৃব্যের মৃত্যুর অল্পদিন পরেই তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিলেন। রাণী এডিলেড্ ভিক্টোরিয়ার এই সরল সহানুভূতি দর্শন করিয়া অতীব প্রীতিলাভ করিলেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়া সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গে নিরতিশয় সদয় ও সস্নেহ ব্যবহার করিতেন।

মহারাণী যে আদর্শরাজ্ঞী হইতে পারিয়াছেন, ইহার কারণ, তাঁহার জীবন, আদর্শ-জীবন। একজন পণ্ডিত বলিয়াছেন, জীবনকে পূর্ণরূপ গঠন করার পক্ষে ৫টী উপাদানের প্রয়োজন হইয়া থাকে; যথা—সুজন্ম, সুশিক্ষা, সুসঙ্গ, সুসাধনা এবং ঈশ্বরকৃপা। মহারাণীর

ভাগ্যে এসকলই ঘটিয়াছে। তাঁহার পিতা এড্ওয়ার্ড সত্যনিষ্ঠ, সংযতচিত্ত, উদার ও পরহিতৈষী এবং তাঁহার জননী মেরি লুইসা ধর্ম্মপ্রাণা, মিতাচারিণী, শ্রমশীলা ও কর্ত্তব্যপরায়ণা ছিলেন। মহারাণী পিতা মাতার সকল সদ্গুণের অধিকারিণী হইয়াছেন। যে শিক্ষাদ্বারা ধর্ম্মে আস্থা জন্মে, চরিত্র গঠিত হয় ও বুদ্ধির বিকাশের সহিত হৃদয়ের বিকাশ হয়, তিনি মাতার যত্ন ও পরিশ্রমে শৈশবকালহইতেই সেই-প্রকার শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। আদর্শ জননীর সুশিক্ষাপ্রভাবেই মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কোমল চরিত্র শিশুকালহইতে উদারতা, সত্যনিষ্ঠা এবং সহৃদয়তা প্রভৃতি যাবতীয় সদ্গুণালঙ্কারে বিভূষিত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন তাঁহার জননী শৈশবাবধি তাঁহাকে কুসঙ্গের হস্তহইতে যত্নের সহিত রক্ষা করিয়াছিলেন। বহুকালহইতে ইংরেজ রাজদরবারের দুর্নীতি সমগ্র ইংরেজসমাজে সংক্রামিত হইয়া দেশকে বিবিধ পাপের স্রোতে ভাসাইতেছিল। বুদ্ধি-মতী জননী কন্যাকে রাজসভার ত্রিসীমায়ও যাইতে দিতেন না। সর্ব্বদা সাধু ও সাধ্বী নরনারীর সংসর্গে রাখিতে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিতেন। মহারাণী

বয়স্কা হইয়াও সাধু নরনারীদ্বারাই পরিবেষ্টিত থাকিতেন; ধনাঢ্য আত্মীয়ব্যক্তিও দুশ্চরিত্র হইলে, তাহার মুখদর্শন করিতেন না।

বাল্যকালহইতেই ভিক্টোরিয়া ঈশ্বরভক্তি, পর-সেবা, দীনদরিদ্রের প্রতি দয়া, আত্মসংযম ও আত্ম-ত্যাগপ্রভৃতি চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষসাধনে বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনেই সাধনার প্রকৃত সিদ্ধি পরিলক্ষিত হইয়াছে। তিনি যেরূপ ধর্ম্মপরায়ণা ও ঈশ্বরে ভক্তিমতী ছিলেন,তাহাতে যে ঈশ্বরের বিশেষ কৃপার অধিকারিণী হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

মহারাণী রাজত্ব গ্রহণ করিয়া তিন সপ্তাহ পরে জননীর সহিত কেনসিংটন্ রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া বকিংহাম রাজপ্রাসাদে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। মহারাণী কেনসিংটন্ পরিত্যাগ করিলেন সত্য, কিন্তু কেনসিংটনের দীনহীন প্রজামণ্ডলীকে কখনও ভুলেন নাই। তিনি দীন দরিদ্রদিগকে যথা-নিয়মে সাহায্য করিতেন। শৈশবকালে যেসকল প্রতি-বেশিনীর সহিত তাঁহার আলাপ ছিল, তাঁহাদিগকে সময়২ নানাবিধ উপহার পাঠাইয়া দিতেন।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের প্রথম বৎসর কাল

অতিবাহিত হইলে, দ্বিতীয় বৎসরে তাঁহার রাজ্যাভিষেক হইয়াছিল। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুন তারিখে মহারাণী রাজমুকুট ধারণ করেন। পূর্ব্বতন রাজমুকুট অতিবৃহৎ ও ভারী ছিল, ঐ পুরাতন মুকুট ভগ্ন করিয়া মহারাণীর জন্য হীরা, মুক্তাপ্রভৃতি বিবিধ মূল্যবান্ প্রস্তরদ্বারা নূতন মুকুট নির্ম্মিত হইয়াছিল।

অভিষেকের দিবস লণ্ডনে লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। লক্ষ লক্ষ লোক একত্র হইয়া মুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—"মহারাণী দীর্ঘজীবিনী হউন্।" পূর্ব্বাহ্ন দশঘটিকার সময় মহারাণী বকিংহাম রাজপ্রাসাদহইতে ওয়েষ্টমিনিষ্টারআবি নামক গির্জ্জাভিমুখে যাত্রা করিলেন। আট্‌টি গৌরবর্ণের ঘোড়া তাঁহার রাজকীয় শকট টানিতে লাগিল। অসংখ্য অসংখ্য শকট ও লোক রাজকীয় শকটের পশ্চাদ্‌গামী হইল। পথিপার্শ্বস্থ উৎসাহী ও উৎফুল্ল দর্শকবৃন্দের আনন্দ কোলাহলে দশদিক্ পরিপূর্ণ হইয়া পড়িল। মহারাণীর অভ্যর্থনা ও অভিনন্দনার্থ লক্ষ হস্ত একসঙ্গে রুমাল, পুষ্পগুচ্ছ দোলাইয়া আনন্দভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রজাগণের এই অকৃত্রিম ভক্তি শ্রদ্ধা সন্দর্শন করিয়া মহারাণী অতীব প্রীতিলাভ করিলেন।

এদিকে উপাসনা গৃহাভ্যন্তরে সাধারণ ও লর্ড সভার এবং ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান সমিতির সভ্যগণ ও বৈদেশিক রাজদূতগণ এবং রাজকর্ম্মচারিগণের জন্য আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল। এতদ্ভিন্ন দর্শকগণের জন্যও সহস্রাধিক আসন রহিয়াছিল। দ্বাদশ ঘটিকার সময় মহারাণী সদলবলে উপাসনামন্দিরে পবেশ করিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে২ ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান ব্যক্তি অনেকেই গমন করিলেন। মহারাণী আসনগ্রহণ করিলে সমবেত সভ্য মহোদয়গণের তুমুলজয়নিনাদে উপাসনামন্দির যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। বাহিরে ঘন২ তোপধ্বনি হইতে লাগিল এবং তৎসঙ্গে জয়ঢক্কা বাজিয়া উঠিল, বিগুল গান ধরিল, ইংলণ্ডের জাতীয় সঙ্গীত আরম্ভ হইল। অনন্তর মহারাণী আসনপ্রান্তে নতজানু হইয়া, অবনতশিরে সর্ব্বপ্রথমে সর্ব্বসিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরের নাম স্মরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভক্তিপূর্ণ প্রার্থনা শেষ হইলে, প্রধান ধর্ম্মযাজক মহাশয় সভাস্থ ভদ্রমহোদয়গণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "মহাশয়গণ! এই রাজ্যের প্রকৃত অধিকারিণী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার বশ্যতা স্বীকার করিতে আপনারা ইচ্ছুক আছেন? তদুত্তরে "মহারাণী দীর্ঘ

জীবিনী হউন্” এই বলিয়া লক্ষকণ্ঠ সমস্বরে আনন্দ-ধ্বনি করিয়া উঠিল।

অনন্তর মহারাণী খৃষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেল দক্ষিণ হস্তে স্থাপনকরতঃ নতজানু হইয়া অবনতবদনে গম্ভীর-ভাবে বলিতে লাগিলেন, “মহোদয়গণ! আমি গ্রেট্-ব্রিটন্, আয়র্লণ্ড ও আমাদের অধিকৃত সমুদয় প্রদে-শকে মহাসভায় গৃহীত রাজবিধি এবং সেই সমস্ত দেশের প্রচলিত ধর্ম্ম, রীতি, নীতি ও আইন অনুসারে শাসন করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম। আমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিলাম, তাহা সর্ব্বদা রক্ষা করিব, ঈশ্বর আমার সহায় হউন্।” এইকথা বলিয়া তিনি বাইবেল খানি চুম্বন করিলেন এবং প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া পুনরায় নতজানু হইয়া অবনতমস্তকে ভগবানের শুভাশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলেন। এইরূপে অভিষেকের কার্য্য শেষ হইল। চারিজন লর্ড মহারাণীর মস্তকো-পরি একখণ্ড স্বর্ণ-খচিত বস্ত্র ধারণ করিলেন। মহারাণীর করকমলদ্বয়ে এবং কপালে তৈলপ্রদান করা হইল। প্রধান রাজ-পুরোহিত রাজমুকুট পড়াইয়া দিলেন; তৎপরে মহারাণীকে অন্য এক সিংহাসনে বসাইয়া একে একে সকলে মহারাণীর রাজমুকুট স্পর্শ এবং নতজানু হইয়া তাঁহার হস্ত চুম্বন ও বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

লর্ডরোল নামক একজন অতিবৃদ্ধ লর্ড অভিষেক ক্রিয়া দর্শনার্থ সভাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি দুইজন বন্ধুর বাহুতে নির্ভর করিয়া রাজসিংহাসনের সোপান আরোহণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সহসা নির্ভরচ্যুত হইয়া দুই সিঁড়ি নিম্নে পতিত হইলেন। তাঁহাকে ধরিয়া তুলিলে, তিনি পুনরায় সোপান আরোহণ করিবার উপক্রম করিলেন। মহারাণী তাঁহার এই ক্লেশকর দৃশ্য দর্শন করিয়া ব্যস্ততার সহিত সিংহাসনহইতে নামিয়া, বৃদ্ধের চুম্বন-লাভার্থ আপনার হস্তখানি প্রসারিত করিয়া দিলেন। মহারাণীর এই সদ্ব্যবহারদর্শনে সভাস্থ সকলে অত্যন্ত মোহিত হইলেন।

মহারাণীর অতিবৃদ্ধ রুগ্ন খুল্লতাত সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাকেও ক্ষীণপদক্ষেপে সোপান আরোহণ করিতে দেখিয়া, মহারাণী স্বয়ংই অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। এই পবিত্র দৃশ্য দর্শন করিয়া সমবেত দর্শকমণ্ডলী অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিলেন। বৃদ্ধ ডিউক্‌ও ভ্রাতুষ্পুত্রীর এই মধুরব্যবহারে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন এবং তাঁহার মঙ্গল-কামনায় ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

রাজত্বের প্রথমভাগ।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া সিংহাসনে অধিরোহণ করিলে পার্লেমেণ্ট মহাসভাহইতে তাঁহার জন্য বার্ষিক ৩৮॥ লক্ষ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইল। মহারাণী এই টাকাহইতে সর্ব্বাগ্রে পিতৃঋণ পরিশোধ করিতে যত্নবতী হইলেন তিনি জননীকে বলিলেন, "মা! এখন আমার অর্থের সচ্ছলতা হইয়াছে, সুতরাং আমি সর্ব্বাগ্রে পিতৃঋণ পরিশোধ করিতে বাসনা করি।" জননী বলিলেন বৎসে! তোমার কথা শ্রবণ করিয়া আজ আমি অত্যন্ত তুষ্ট হইলাম। তোমার পিতা ঋণজালে জড়িত

হইয়া অর্থাভাবে যে কত কষ্ট ভোগ করিয়া গিয়াছেন, তাহা তুমি কিছুই অবগত নও। কিন্তু আমার হৃদয়ে সেই সমস্ত ঘটনাই জাগরূক রহিয়াছে। এখন তুমি ইংলণ্ডের অধীশ্বরী, তোমার পিতার ঋণ পরিশোধ করা একান্ত কর্ত্তব্য।" এইকথা বলিতে বলিতে জননী বাষ্পাকুললোচনে কন্যাকে বাহুদ্বারা আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাঁহার মুখ চুম্বন করিলেন এবং অবিশ্রান্ত নয়নজলে ভাসিতে লাগিলেন। মহারাণী পিতাকে দেখেন নাই, বিশেষতঃ পিতার দুঃখের অবস্থা শ্রবণ করিয়া তিনিও লাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহারাণীর শোকাগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে, তিনি বলিলেন, মা! র কাঁদিও না। আমি শীঘ্রই পিতৃঋণ পরিশোধ রব।"

ইত্যবসরে রাজমন্ত্রী মেলবোরণ্ মহারাণীর নিকট পনীত হইলেন। জননী কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন। ারাণী মন্ত্রীকে বলিলেন, "আমি পিতাকে ঋণ-মুক্ত া জীবনের একটী পবিত্র কর্ত্তব্যকার্য্য বলিয়া মনে র।" মহারাণীর করুণকণ্ঠের বাক্য শ্রবণ করিয়া মন্ত্রীর চক্ষে জল আসিল। তিনি বলিলেন, ামি সত্বরই আপনার পিতার সমস্ত ঋণ

পরিশোধ করিয়া দিব।” এই ঘটনার অত্যল্পকাল-মধ্যেই মহারাণী তাঁহার সমস্ত পিতৃঋণ পরিশোধ করিয়া ফেলিলেন! ঋণ-পরিশোধ করিয়াও তিনি ঋণদাতাদিগকে বহুমূল্যের উপহার প্রদান করিলেন। এই সকল নানাকারণে মহারাণী ভিক্টোরিয়া প্রজা-সাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্রী হইয়া পড়িলেন।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া সিংহাসনে অধিরোহণ করার পর, প্রতিদিন নিয়মিত মত প্রাতে আট ঘটিকার সময় শয্যাহইতে উঠিতেন। ইংলণ্ডে বেলা আট্টার সম অতি প্রত্যূষকাল। তৎপরে জলযোগ করিয়া রাজক কাগজপত্রাদি দেখিতেন। দুই ঘণ্টাকাল এ ক সমাপন করিয়া বেলা দশ ঘটিকার সময় মহার আহার করিতে বসিতেন। একজন পরিচারিকা তাঁ জননীকে মহারাণীর সঙ্গে একত্র আহার করিবার আহ্বান করিয়া আনিত। রাণী হওয়ার পরহইে মহারাণী না ডাকিলে, মাতা কন্যার নিকট আসিতেন ন জননী বড়ই বুদ্ধিমতী ছিলেন। মহারাণীর সঙ্গে সময় তিনি যেসকল আলাপ করিতেন, তাহাতে র নীতির কোন কথা থাকিত না। আহারের পর মহ কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিতেন, তৎপরে রাজমন্ত্রিগ

সহিত রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। রাজমন্ত্রিগণ বিদায়গ্রহণ করিলে, তিনি অমাত্য এবং রাজবাটীর অন্যান্য লোকদিগের সহিত ভ্রমণ করিতে যাইতেন। রাত্রিকালীন আহারান্তে মহারাণী কোন কোন দিন প্রধান মন্ত্রীর সহিত নানাবিধ আলাপ, আর কোনদিন পিয়েনো বাজাইয়া সুমধুর সঙ্গীত করিতেন। রাত্রি এগারটার সময় সকলে স্বস্বগৃহে গমন করিলে, মহারাণী আপন শয়নাগারে প্রবেশ করিতেন।

ভিক্টোরিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলে, ইংল-ণ্ডের অনেক বড় বড় লোকের মনে এই আশঙ্কা হইয়া-ল যে, এই নিতান্ত অল্পবয়স্কা রমণীদ্বারা ইংলণ্ডের ্যশাসন সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইবে না, ইংরেজজাতির সৌরভে দশদিক্ পরিপূর্ণ হইবে না। কিন্তু অত্যল্প-মধ্যেই সকলের সেই আশঙ্কা একেবারে বিদূ-হইল। ইংলণ্ডের মত নিয়মতন্ত্র রাজ্যের কার্য্য নির্ব্বাহকরা ব ্ই কঠিন ব্যাপার। বিশেষতঃ রাণীর রাজত্বের প্রারম্ভে ইংলণ্ডে বিষম দলাদলি রাজনৈতিক অবস্থা নানারূপে বিশৃঙ্খল ছিল। ানের কৃপায় এই সমস্ত গুরুতর অবস্থাতেও মহা-নিরতিশয় সুন্দর ও সুশৃঙ্খলরূপে রাজকার্য্য পরি-

চালনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বের প্রারম্ভে অনাবৃষ্টিনিবন্ধন কৃষকগণ হাহাকার করিতেছিল এবং দ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতাবশতঃ প্রজাগণ সর্ব্বস্বান্ত হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু মহারাণীর সিংহাসনপ্রাপ্তির কয়েক মাস পরেই সুবৃষ্টি হইল, প্রচুর শস্য জন্মিল, প্রজাগণের অন্নকষ্ট দূর হইল।

অল্পবয়স্কা হইলেও মহারাণী ভিক্টোরিয়া রাজকীয় কাগজপত্র কি অন্য কোন ঘটনাসম্বন্ধে সম্পূর্ণ তত্ত্ব জ্ঞাত না হইয়া কোন মতামত প্রদান করিতেন না। তিনি আদেশ করিয়াছিলেন যে, সমস্ত রাজকীয় কাগজ পত্র তাঁহার সমীপে পাঠাইতে হইবে। একজ প্রধান রাজকর্ম্মচারী প্রত্যেক খানি কাগজ পাঠ করি তাহার সারমর্ম্ম মহারাণীর সমীপে নিবেদন করিতে তিনিও সময়২ প্রয়োজনীয় কাগজ পাঠ করিয়া দে তেন এবং প্রত্যেক খানিতে নিজের মতামত প্র করিতেন। একদিন প্রধান মন্ত্রী লর্ড মেলবোরণ্ দে দলিলে মহারাণীর স্বাক্ষর লাভের জন্য বিশেষ দে করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহারাণী সেই দলি সমস্ত বিষয় অবগত না হইয়া স্বাক্ষর করিতে স্বী হইলেন না। মন্ত্রি-মহোদয় বলিলেন, "ইহা পাঠ কা

হইলে আপনার অনেক সময় লাগিবে, সত্বর স্বাক্ষর করিয়া দিউন্।” মহারাণী যারপরনাই দৃঢ়তাসহকারে বলিলেন, যে দলিলসম্বন্ধে আমি কিছুই অবগত নহি, সেইরূপ দলিলে স্বাক্ষর করা আমি কিছুতেই কর্ত্তব্য মনে করি না” মন্ত্রি-মহাশয় বলিলেন, “রাজকার্য্যের সুবিধা হইবে বলিয়াই আপনাকে স্বাক্ষর করিতে বলিতেছি।” মহারাণী ধীর অথচ গম্ভীরভাবে বলিলেন, “সুবিধা অসুবিধার কথা বিচার করিতে আমি শিখিয়াছি, কিন্তু আপনি যে সুবিধার কথা বলিতেছেন, তাহা আমি শুনিতে চাহি না, দেখিতেও চাহি না।” মন্ত্রি-মহোদয় নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, মহারাণী সমস্ত দলিল খানি উত্তমরূপে পাঠ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া মন্ত্রীর হস্তে প্রদান করিলেন। মহারাণীর প্রত্যেক কার্য্যেই এইরূপ দৃঢ়তা দেখিয়া রাজমন্ত্রী মেলবোরণ্ অত্যন্ত প্রীত এবং বিস্মিত হইয়াছিলেন। একদিন তিনি তাঁহার কোন বন্ধুর নিকট বলিয়াছিলেন “দশটী রাজাকে চালাইয়া লওয়া আমার পক্ষে সহজ, কিন্তু একটী রাণীকে লইয়া আমি অস্থির হইয়া পড়িয়াছি।”

এই ঘটনার অল্পদিন পরে একদিন প্রধান সেনা-

পতি ডিউক অব্ ওয়েলিংটন একজন পলাতক সৈনিকের প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা-পত্র লইয়া মহারাণীর স্বাক্ষর-উদ্দেশ্যে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। এই ভীষণদলিল দর্শন করিয়া মহারাণীর কোমল প্রাণ যারপরনাই ব্যাকুল হইল। "পলায়ন-অপরাধে প্রাণদণ্ড হইবে" এইকথা বলিতে বলিতে মহারাণীর অশ্রুজল পড়িতে লাগিল। তিনি অশ্রুপূর্ণনয়নে সেনাপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার পক্ষে কি আপনার কিছুই বলিবার নাই।" সেনাপতি বলিলেন, "কিছুই নাই।" মহারাণী পুনরায় কাতরকণ্ঠে সেনাপতির মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক একটু ভাবিয়া দেখুন, এই সৈনিকের কোনও গুণ ছিল কি না সেনাপতি বলিলেন, "এই দুরন্ত সৈনিক ক্রমাগ তিনবার পলায়ন করিয়াছে, তবে ইহার ব্যক্তি চরিত্র নিতান্ত মন্দ নয় বলিয়া অনেকে বলিয়াছে মহারাণী এইকথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়ে এবং সেই ভীষণ দলিলে "ক্ষমাকরা গেল" কয়টী কথা লিখিয়া, আপনার সুন্দর নাম সুন্দর অক্ষ সতেজে স্বাক্ষর করিয়া দিলেন।

অপরাধীদিগকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে মহা

নিরতিশয় ক্লেশ অনুভব করিতেন। তিনি এইরূপভাবে অপরাধীদিগকে ক্রমাগত মুক্তি প্রদান করিতে লাগিলেন। অতঃপর পার্লেমেণ্ট মহাসভা প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা-পত্রে মহারাণীর স্বাক্ষর-প্রথা রহিত করিয়া দিলেন। সেই হইতে মহারাণীকে আর এই ভীষণ দলিলে স্বাক্ষর করিতে হয় না।

মহারাণী পরিচারক ও পরিচারিকাগণকে সময়২ শাসন করিতেন। এদিকে যেমন শাসন করিতেন, অপরদিকে সতত সদয়ব্যবহার করিতে কখনও ত্রুটি করিতেন না। একজন উচ্চবংশীয়া ভদ্রমহিলা মহারাণীর সহচরী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি আলস্য অথবা অনাবধানতাবশতঃ মহারাণীর নিকট নির্দ্দিষ্ট সময়ে সিতে পারিতেন না। প্রথম দিন তিনি কিছুই লেন না। দ্বিতীয় দিন বলিলেন, "দেখ, তোমার আমি পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করিয়াছি; য়র মূল্য কত জান?" তৃতীয় দিন মহারাণী দশ নটকাল তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন। এমন য় সেই ভদ্রমহিলা মহারাণীর সমক্ষে উপস্থিত লে, তিনি গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "দেখ, তুমি ার দশমিনিট সময় বৃথা নষ্ট করিয়াছ, তোমার

প্রতি আমার এই বিশেষ অনুরোধ যে,তুমি আর কদাচ এরূপ বিলম্ব করিও না ; এই আমার শেষ কথা।” ভদ্রমহিলাটী ভীত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, তাঁহার গাত্রের শালখানি পড়িয়া গেল। ভদ্রমহিলার এই অবস্থা দর্শন করিয়া মহারাণী তাঁহার নিকট আসিলেন এবং তাঁহার গাত্রের শালখানা পরাইয়া দিলেন। অনন্তর তাঁহার হাত দুখানি ধরিয়া মধুর ভাষায় বলিলেন, “আশা করি আমরা কালক্রমে সকলেই কর্ত্তব্যকর্ম্ম সাধনে সক্ষম হইব।” এই বলিয়া মহারাণী ভদ্রমহিলাটীকে একখানা আসনে বসাইয়া নির্দ্দিষ্ট-কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

রবিবার দিবস মহারাণী কোনরূপ রাজকার্য্য করেন না। সে দিবস তিনি ভগবানের উপাসনা, ধর্ম্মালা' এবং ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠে সময়াতিবাহিত করিয়া থাকেন একদা শনিবার রাত্রিকালে লর্ড মেলবোরণ্ আসি মহারাণীকে বলিলেন “আগামী কল্য প্রাতে আপন কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় কাগজ স্বাক্ষর করি হইবে। মহারাণী বলিলেন “আগামী কল্য রবিব আমি রবিবার দিবস রাজকার্য্য করিতে ইচ্ছা ক না।” অনন্তর মহারাণী পরদিবস প্রাতে মন্ত্রী মহে

দয়কে সঙ্গে করিয়া ভজনালয়ে গমন করিলেন। তথায় রাজ-পুরোহিতদ্বারা মন্ত্রীকে উপদেশ দেওয়াইলেন যে, রবিবার দিন ধর্ম্মকার্য্যেই যাপন করা উচিত। বৃদ্ধ রাজমন্ত্রী নবীনা মহারাণীর এই উপদেশ লাভ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং সেদিন-হইতে আর কখনও রবিবার দিবস মহারাণীকে কোন রাজকীয়কার্য্য করিতে অনুরোধ করিতেন না।

চতুর্থ অধ্যায়।

বৈবাহিক জীবন।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে, জর্ম্মাণীর অন্তর্গত সেক্সকোবর্গের রাজকুমার এলবার্টের সহি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার শুভ পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন হ রাজকুমার এলবার্টের প্রকৃতি অতি উদার ছিল। ি আপন স্বভাবগুণে ইংরেজজাতির শ্রদ্ধা ও ভ লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মহারাণী ভিক্টে য়ার ন্যায় রাজকুমার এলবার্টের প্রাণেও ধর্ম্ম এবং ব্রতার প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল। রাজকুমার এ মহারাণীর সর্ব্ববিধ সৎকার্য্যে উৎসাহ ও সাহায্য

করিতেন। ভগবানের কৃপায় তাঁহাদের বৈবাহিক জীবন যেমন সুখের হইয়াছিল, এজগতে অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই তেমন ঘটিয়া থাকে। রাজকুমার এলবার্টকে বিবাহ করিয়া মহারাণী যে কত সুখী হইয়াছিলেন তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। বিবাহের পরে মহারাণী তাঁহার কোন বন্ধুর নিকট লিখিয়াছিলেন, "রাজকুমার অপেক্ষা প্রিয়তম, নির্ম্মল ও মহল্লোক এজগতে আর নাই।" আর এক সময় তিনি তাঁহার হচরী কুমারী লিডেলের বিবাহবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন,—"তোমরা দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া আমাদের ন্যায় সুখী হও, ইহাই শীর্ব্বাদ করি। আমাদের দাম্পত্যসুখ অপেক্ষা গতে অধিক সুখ আছে বা পাওয়া যায় বলিয়া াও করিতে পারি না।" এই সামান্য পত্রখানিতও মহারাণী আপনার বৈবাহিক জীবনে যে ন্ত সুখী হইয়াছেন, তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ য়া যায়।

বিবাহের অল্পদিন পরেই, মহারাণী ইংলণ্ডের দীনপ্রজাগণের বাসগৃহাদির উন্নতিসাধনে যত্ন করিতে ঃ করেন। রাজকুমার এলবার্ট ও সহধর্ম্মিণীর এই

মহদুদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন। তাঁহারা উভয়ে অবিশ্রান্ত যত্ন ও পরিশ্রমসহকারে প্রজাবর্গের জন্য নূতন বাসগৃহ নির্ম্মাণকার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। এতদ্ভিন্ন প্রজাগণের নৈতিক, মানসিক এবং স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য স্থানে স্থানে নূতন বিশুদ্ধ আমোদ বা ক্রীড়া কৌতুকের স্থান প্রতিষ্ঠা ও রাজপথ নির্ম্মাণ করাইতেন।

রাজকুমার এলবার্ট প্রজাসাধারণের হিতব্রতে আপনার শরীর ও মন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সঙ্গীতে ও চিত্রবিদ্যায় ইঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। শিল্পের উন্নতিকল্পেও ইনি বিশেস যত্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দাসত্ব-প্রথা-নিবারিণী সভায় ইনি একটি সুন্দর ও সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়া অনেকের : বিশেষভাবে আলোড়িত করিয়াছিলেন।

একদিন মহারাণী রাজকুমার এলবার্টের স শকটারোহণে বকিংহাম রাজপ্রাসাদহইতে বহি হইলেন। রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া কিয় গমন করার পরেই, অক্সফোর্ড নামক জনৈক হতভ যুবক মহারাণীকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুড়ি ঈশ্বর-কৃপায় তাহার লক্ষ্য ব্যর্থ হইয়া গেল। সে

পুরুষগণ তৎক্ষণাৎ অক্সফোর্ডকে ধরিয়া নিরস্ত্র করিল। অনন্তর যথারীতি বিচারে অক্সফোর্ডের দোষ প্রমাণিত হইল। কিন্তু কেহ কেহ তাহাকে উন্মাদ বলিয়া সন্দেহ করাতে বিচারক প্রাণদণ্ডাজ্ঞার পরিবর্ত্তে কারা-বাসের আদেশ প্রদান করিলেন। মহারাণীর আদেশে অক্সফোর্ড্ কারামুক্ত হইয়া অষ্ট্রেলিয়ায় প্রেরিত হয়।

এই ঘটনার বৎসরকাল পরেই আর একদিন মহারাণী ভ্রমণ করিতে বহির্গত হইয়াছিলেন, এমন সময় ফ্রান্সিস্ নামে আর একজন লোক মহারাণীকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুড়িল। ভগবানের কৃপায় তাহার লক্ষ্যও সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়া গেল। পুলিসপ্রহরিগণ তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধৃত করিল; বিচারে তাহার প্রাণ-দণ্ড হইল। মহারাণী সেই হতভাগ্য যুবকের প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা রহিত করিয়া দিলেন। অতঃপর সে চির-নির্ব্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত হইল।

একদা শরৎকালে মহারাণী রাজকুমার এলবার্টের সহিত স্কট্লণ্ডের রাজধানী এডিনবরা নগরীতে জলপথে গমন করিলেন। রাজধানীর কোলাহল পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা মনোহর পার্ব্বত্যপ্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। প্রকৃতির

পরম মনোহর রূপরাশি দর্শন করিয়া তাঁহারা বড়ই আনন্দিত হইলেন। অনন্ত পর্ব্বতমালার উপরে অনন্ত পর্ব্বতশ্রেণী দণ্ডায়মান রহিয়াছে, সুবিশাল তরুকুল উপত্যকা অধিত্যকায় সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে; এই শোভা দর্শন করিয়া মহারাণী এবং এলবার্ট অতীব প্রীতিলাভ করিলেন। একদিন তাঁহারা গ্রাম্যপথে ভ্রমণ করিতে করিতে এক গোশালায় গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তথাকার দাসদাসীগণের সহিত সরলভাবে আলাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা দাসদাসীগণের প্রদত্ত দুগ্ধ ও রুটী ভোজন করিয়া আপনাদের সরল ও উদার চরিত্রের পরিচয়প্রদানে তাহাদিগকে বিস্ময়ান্বিত করিয়াছিলেন।

এই স্থানে মহারাণী স্বামীর সহিত প্রত্যহই গ্রাম পথে ভ্রমণ করিতেন এবংগ্রামবাসীদের সহিত সরলভ তাহাদের কুশলবার্ত্তা এবং পারিবারিক সুখসচ্ছন্দ সম্বন্ধে আলাপ করিতেন। কি বড়, কি ছোট সক সঙ্গেই মহারাণী অতি বিনীত ও সরলভাবে আ ব্যবহার করিতে কখনও ত্রুটি করেন নাই বা আ পদমর্য্যাদার হানি হইবে ভাবিয়া সঙ্কুচিত হন নাই একদিন তাঁহারা এক বৃদ্ধ ধীবরের গৃহে গমন কা

এবং তাহার পরিবারস্থ সকলের সহিত আলাপে তাহাদিগকে পরম আপ্যায়িত করিয়া তথাকার গ্রাম্য-প্রাসাদে প্রত্যাগত হইলেন।

এইস্থানে অবস্থানকালে, মহারাণী সমুদ্রের তীরবর্ত্তী ডিলনামক স্থানে ভীষণ ঝড়ে চারিজন নাবিক জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে শুনিতে পাইলেন। মহারাণী এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ নাবিকদিগের শোকসন্তপ্ত স্ত্রীপুত্রের জন্য আর্থিক-সাহায্য এবং তৎসঙ্গে তাঁহার সরল ও গভীর সহানুভূতি পূর্ণ একখণ্ড লিপি প্রেরণ করিলেন।

এইরূপে মহারাণী এবং রাজকুমার এলবার্ট স্কট্-লণ্ডের নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া পুনরায় উইণ্ডসর রাজপ্রাসাদে প্রত্যাগত হইলেন। শৈশবকালে মিষ্টার সণ্ডার্সনামক যে মহাত্মা তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়া-ছিলেন, তাঁহাকে রাজদরবারে নিমন্ত্রণ করিয়া আদর ও সম্মানপূর্ব্বক নানাবিধ উপহারপ্রদানে বিদায় দিলেন। সণ্ডার্স সাহেবের মৃত্যুর পরেও মহারাণী ভিক্টোরিয়া এই পরমহিতৈষী বন্ধুর স্ত্রীপুত্রাদিগকে বৃত্তি প্রদান করিতেন।

এই রাজপ্রাসাদে প্রতিদিন বহুলপরিমাণে রুটী

ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য অযথা নষ্ট এবং ব্যয়িত হইত। মহারাণী উইণ্ডসরের দীনদরিদ্র প্রজাগণকে প্রত্যহ সেই সকল উদ্বৃত্ত খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে অসংখ্য২ দীন দরিদ্র প্রতিদিন রাজভোগ ভোজন করিয়া অসীম তৃপ্তিলাভ করিতে লাগিল।

অনন্তর মহারাণী ও রাজকুমার এলবার্ট ওস্‌বরণ রাজপ্রাসাদে গমন করিলেন। ওস্‌বরণ রাজপ্রাসাদে অবস্থানসময়েও মহারাণী রাজবাটীর নিকটস্থ দরিদ্র প্রজাগণের সঙ্গে সরলভাবে মিশিয়া তাহাদিগকে নানাপ্রকারে সাহায্য করিতেন। একদা একজন ধর্ম্ম-যাজক একটী দরিদ্র ও রুগ্ন স্ত্রালোককে দেখিতে যাইয়া, তাহার শয্যাপার্শ্বে একটী শোকবস্ত্র পরিহিতা রমণীকে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর ধর্ম্মযাজক উক্ত ভদ্রমহিলার পরিচয় অবগত হইয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। ইংলণ্ডের অধীশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া শোকবস্ত্র পরিধানকরতঃ একটী দরিদ্র ও মুমূর্ষু রমণীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া ধর্ম্ম-উপদেশ প্রদান করিতেছেন, এই স্বর্গীয়দৃশ্যদর্শনে ধর্ম্মযাজক অত্যন্ত প্রীত ও বিস্মিত হইয়াছিলেন।

এরূপ ধর্ম্মশীলা চরিত্রবতী রমণী যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন, সে দেশ ধন্য! যে সমাজে এরূপ উন্নত রমণী-চরিত্র বিকশিত হয়, সে সমাজ ধন্য! এই ধর্ম্মপ্রাণা রমণীর কৃপায় ইংলণ্ড ধন্য হইয়াছে, ইংরেজ সমাজ ধন্য হইয়াছে, ইংলণ্ডের রাজ-পরিবার ধন্য হইয়াছেন।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার চারিপুত্র এবং পাঁচ কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।* জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিন্সঅব্‌ওয়েল্‌স্‌,

---

* প্রথম পুত্র এল্‌বার্ট এড্‌ওয়ার্ড, প্রিন্স অব্‌ ওয়েলস্‌, ১৮৪১ খৃঃ অঃ ৯ই নবেম্বর জন্মগ্রহণ করেন; ইনি ইংলণ্ডের ভাবী অধীশ্বর। দ্বিতীয় পুত্র এল্‌ফ্রেড্‌, ডিউক্‌ অব্‌ এডিনবরা, ১৮৪৪খৃঃ অঃ জন্মগ্রহণ করেন। তৃতীয় পুত্র আর্থার ডিউক্‌ অব্‌ কনট্‌, ১৮৫০ খৃঃ অঃ জন্মগ্রহণ করেন; ইনি বোম্বাইর প্রধান সেনাপতি হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। চতুর্থ পুত্র লিওপোল্‌ড্‌, ডিউক অব্‌ এল্‌বানী, ১৮৫৩ খৃঃ অঃ জন্মগ্রহণ করেন, ১৮৮৪ খৃঃ অঃ মৃত্যুগ্রাসে পতিত হন।

প্রথমকন্যা ভিক্টোরিয়া এডিলেড্‌, জন্ম ১৮৪০; ইনি বর্ত্তমান জর্ম্মান্‌ সম্রাটের মাতা। দ্বিতীয়কন্যা এলিস্‌, জন্ম ১৮৪৩ খৃঃ, মৃত্যু ১৮৮৯ খৃঃ অঃ। তৃতীয়কন্যা হেলেনা, জন্ম ১৮৪৬ খৃঃ অঃ, চতুর্থকন্যা লুইসী, জন্ম ১৮৪৮ খৃঃ অঃ। পঞ্চমকন্যা বিট্রিয়াস্‌, জন্ম ১৮৫৭ খৃঃ অঃ। রাজকুমারীগণের মধ্যে রাজকুমারী লুইসী ব্যতীত সকলেরই জর্ম্মন্‌দেশে বিবাহ হইয়াছে। রাজকুমারী লুইসী স্বদেশেই লর্ড লোরেণ্‌কে বিবাহ করিয়াছেন।

ডেনমার্কের রাজকুমারী সুন্দরী আলেকজেণ্ড্রাকে বিবাহ করেন। দ্বিতীয় পুত্র ডিউক্ অব্ এডিনবরা, রুশ-সম্রাটের কন্যার সহিত ও তৃতীয় পুত্র ডিউক অব্ কনট্প্রুসিয়ার রাজকুমারীর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। চতুর্থ পুত্র লিওপোল্ড্ জর্ম্মানী দেশে বিবাহ করিয়াছেন। রাজপুত্রগণ সকলেই প্রচুর বৃত্তি পাইয়া থাকেন।

রাজকুমার এল্বার্ট ও মহারাণী ভিক্টোরিয়া শৈশব-কালহইতেই রীতিমত সুশিক্ষা লাভ করিয়াছেন। সুতরাং সন্তান সন্ততিগণের শিক্ষার জন্য ইঁহারা যথেষ্ট যত্ন ও পরিশ্রম করিতেন। যথাসময়ে লেডি লিটেন্-টন্নাম্নী একজন উপযুক্ত ও সচ্চরিত্র শিক্ষয়িত্রী রাজকুমার এবং রাজকুমারীগণের শিক্ষার ভার গ্রহণ-করেন। মহারাণী এই ভদ্রমহিলাটিকে একদিন বলিয়া-ছিলেন, "আমাদের পুত্র কন্যাগণের শিক্ষাকার্য্যে রাজকীয় জাঁকজমকের লেশমাত্র থাকিবে না। ঈশ্বর ও ধর্ম্মের প্রতি যাহাতে ইহাদের প্রাণে গভীর শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়, সর্ব্বাগ্রে তাহাই করিতে হইবে। এখনও তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমতের বিভিন্নতাসম্বন্ধে কোন কথা জানিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। ভগবানের

উপাসনাপ্রণালীসম্বন্ধে রীতিমত উপদেশ প্রদান করিতে হইবে।”

মহারাণী ভিক্টোরিয়া এবং রাজকুমার এল্‌বার্ট্‌ তাঁহাদের সন্তানগণের শৈশবচরিত্রগঠনের জন্য বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিতেন। বালকবালিকাগণের কোন-প্রকার অভদ্র ব্যবহার দেখিলে, তাঁহারা উপযুক্ত শাসন করিতেন। একদা রাজকুমারীগণ একটী দাসীর মুখে ও পরিধেয় বস্ত্রে কালবর্ণের রং মাখাইয়া দিয়াছিলেন। মহারাণী এই ঘটনা শ্রবণ করিয়া বালিকাগণসমভিব্যাহারে সেই দাসীর বাসগৃহে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি দাসীর নিকট সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া রাজকুমারীগণকে দাসীর সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন। রাজকুমারীগণ বিনীতভাবে সেই দাসীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর মহারাণী রাজকুমারীগণের মাসিকবৃত্তিহইতে একটী পোষাক ক্রয় করিয়া সেই দাসীকে প্রদান করিলেন।

রাজকুমার এবং রাজকুমারীগণ অন্যান্য বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে২ চাষবাসের কার্য্যও উত্তমরূপে শিক্ষালাভ করিতেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই এক একটি

পুষ্পোদ্যান ও তরকারির বাগান ছিল। এই বাগানে তাঁহারা মালির কার্য্য করিতেন। এতদ্ভিন্ন রাজকুমারী-গণের জন্য একটী রন্ধনশালা ছিল। তাঁহারা প্রত্যহ রীতিমত রন্ধনকার্য্য শিক্ষা করিতেন। এইরূপে রাজকুমার এল্‌বার্ট ও মহারাণী ভিক্টোরিয়া আদর্শ জনকজননীর মত আপনাদের পুত্র কন্যাগণকে সুশিক্ষা প্রদান করিতেন।

দাসদাসীর প্রতি মহারাণীর বড়ই স্নেহমমতা। তাহাদিগকে আপনার পরিজন মনে করিয়া তাহাদের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হইয়া থাকেন। একদা রাজ-কুমারীগণের জনৈক শিক্ষয়িত্রী তাহার মাতার পীড়ার সংবাদ শ্রবণ করিয়া কর্ম্মত্যাগের জন্য মহারাণীর সমীপে আবেদন করিলেন। মহারাণী শিক্ষয়িত্রীর এই আবেদন পাঠ করিয়া বলিলেন, "তোমার মাতা যে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য না হন, সে কাল পর্য্যন্ত তুমি তাঁহার নিকট থাকিয়া সেবা শুশ্রূষা করিও। তোমার কর্ম্মত্যাগ করিতে হইবে না, আমি এবং রাজকুমার এল্‌বার্ট উভয়ে রাজকুমারীগণের শিক্ষা প্রদান করিব।" শিক্ষয়িত্রী কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে মহারাণীর সমীপে বিদায় গ্রহণ করিয়া মাতার সমীপে গমন

করিলেন। তাঁহার মাতা সেই পীড়াতেই প্রাণত্যাগ করিলেন। অতঃপর শিক্ষয়িত্রী মাতার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সমাধান করিয়া পুনরায় রাজপ্রাসাদে আসিয়া রাজকুমারীগণের শিক্ষাকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। বৎসরান্তে তাহার মাতার শ্রাদ্ধের দিবস তিনি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে মাতার জন্য কাতরপ্রাণে রোদন করিতে লাগিলেন। রাজকুমারীগণ এই ঘটনা মহারাণীর সমীপে নিবেদন করিলেন। মহারাণী এই ঘটনা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ শিক্ষয়িত্রীর সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে বলিতে লাগিলেন, "তুমি আমায় ক্ষমা কর, অদ্যই যে তোমার মাতৃশ্রাদ্ধের দিন, তাহা আমার স্মরণ ছিল না। তুমি সত্বর বাটীতে গমন কর, এই সামান্য উপহার তোমাকে প্রদান করিলাম।" এই বলিয়া তাঁহাকে শোকচিহ্নস্বরূপ কঙ্কণ ও কণ্ঠকবচ উপহার প্রদান করিলেন।

শরৎকালে মহারাণী সপরিবারে সর্ব্বপ্রথম বাষ্পীয় যানারোহণে ব্যালমোরেল নগরে গমন করিলেন। এখানে মহারাণী একটী নূতনবাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই স্থানেও মহারাণী সর্ব্বপ্রকার রাজকীয় রীতিনীতি

ও জাঁকজমক পরিত্যাগ করিয়া সরল ও সুমধুর জীবন যাপন করিতেন। এই রাজপ্রাসাদের চতুর্দ্দিকে অনেক দীনদরিদ্র প্রজামণ্ডলী বাস করিত। মহারাণী সর্ব্বদাই এই সকল দীন দরিদ্রদিগকে সাহায্য করিতেন এবং সরল ও অমায়িক ব্যবহারে সকলকে তুষ্ট করিতেন। একদিন মহারাণী এবং রাজকুমার এল্‌বার্ট শিশু সন্তানগণসহ গ্রাম্যপথে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে একটী অতি জরাজীর্ণ বৃদ্ধাকে দেখিতে পাইলেন। মহারাণী সেই বৃদ্ধার দুরবস্থার কথা শ্রবণ করিয়া তাহাকে একটী গরম পেটীকোট্ ও কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিলেন। এখানে একদিন প্রাতঃকালে মহারাণী পদব্রজে একাকী একজন বড়লোকের গৃহে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, বড়লোকটীর তখনও নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল না, সুতরাং মহারাণী ভৃত্যদের সমীপে তাঁহার আগমনবার্ত্তা লিখিয়া রাখিয়া এক মাঠে আসিয়া পড়িলেন। মাঠে আসিয়া মহারাণী পথ হারাইয়া ফেলিলেন। একজন কৃষক তাঁহাকে পথ বলিয়া দিল, তিনি কর্ষিত ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। আর একদিন তাঁহারা সকলে গ্রাম্যপথে বেড়াইতে২ একটী বৃদ্ধার ক্ষুদ্র পর্ণ-কুটীরে গমন

করিলেন। বৃদ্ধা তাঁহাদের আগমনে যথোচিত ভদ্রতা-সহকারে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদের সাক্ষাতেই সূতা কাটিতে আরম্ভ করিল। মহারাণী এবং রাজকুমার এল্‌বার্ট সেই বৃদ্ধাকে সূতা কাটিতে দেখিয়া বড়ই তুষ্ট হইলেন এবং তাহার সঙ্গে কিয়ৎক্ষণ আলাপ করিয়া তাহাকেও একটী গরম পোষাক প্রদান করিয়া তথা-হইতে রাজপ্রাসাদে প্রত্যাগত হইলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

প্রধান প্রধান ঘটনা।

বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বত্রই অন্তর্জ্জাতীয় প্রদর্শনীর কথা শুনা যায়, কিন্তু রাজকুমার এল্‌বার্টই ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথমে এই মহামেলার অনুষ্ঠান করেন। শিল্পের উন্নতিবিধানে রাজকুমার এল্‌বার্ট ও মহারাণীর বিশেষ যত্ন ছিল। ভিন্ন ভিন্ন দেশের শিল্প ও বাণিজ্যদ্রব্যাদির তুলনায়, স্বদেশের শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিবিধান উদ্দেশ্যে তাঁহারা এই অন্তর্জ্জাতীয় প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্রহইতেই নানাবিধ শিল্প ও বাণিজ্যদ্রব্যাদি এই মহামেলায় আসিয়া একত্র হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জাতি

যুদ্ধার্থে একত্র সম্মিলিত হইয়াছিল, কিন্তু বন্ধুভাবে পরস্পরের নিকটহইতে বিবিধ বিদ্যা শিক্ষা প্রদান করিতে কোথাও ভিন্ন ভিন্ন জাতি একত্র সম্মিলিত হন নাই। এই মহামেলা উপলক্ষে জগতের জাতি-সমূহের এই প্রথম সম্মিলন হইল। রাজকুমার এল-বার্ট এই মহামেলার অনুষ্ঠাতা বলিয়াই তাঁহার নাম জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

লণ্ডনের গ্রীন্ পার্ক ও হাইড্ পার্ক উভয় স্থানেই এই মহামেলার জন্য বিস্তীর্ণ স্ফটিক গৃহ প্রস্তুত করা হইয়াছিল। পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের বণিক্‌গণ স্বদেশের উৎকৃষ্ট শিল্প ও বাণিজ্যদ্রব্যাদি লইয়া এই মহামেলায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ১লা মে তারিখে মহারাণী মহাসমারোহসহকারে এই মহামেলা উদ্‌ঘাটন করেন। সেই সময় অসংখ্য অসংখ্য লোকের আনন্দ-ধ্বনি, দুইশত বাদ্যযন্ত্রের সহিত ছয়শত লোকের ঐকতান সঙ্গীত মিলিত হইয়া, সেই পরম মনোহর মহামেলায় অপূর্ব্ব দৃশ্য যেন অদ্ভুত ইন্দ্রজালের মত বোধ হইয়াছিল। প্রায় ৬২ লক্ষ লোক এই মহামেলা দর্শন করিয়াছিলেন এবং মহামেলাহইতে ৫০ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল।

মহারাণীর সিংহাসনারোহণের প্রথম বৎসরে কানেডায় ভয়ানক বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। এই বিদ্রোহে কয়েকজন রাজকর্ম্মচারী লিপ্ত ছিলেন। কতকজনের প্রাণদণ্ড ও দলপতিদিগকে নির্ব্বাসিত করায় এই বিদ্রোহের শান্তি হয়। অনন্তর চীনদেশে ও ভারতবর্ষে যুদ্ধারম্ভ হয়, সে সকলও ত্বরায় মিটিয়া যায়। তদনন্তর এসিয়া ও আফ্রিকায় অনেক যুদ্ধ হইয়াছিল। ইংলণ্ডের রণতরী মিশর আক্রমণ করেন। আফ্‌গানিস্থানে ইংরেজ ও আফ্‌গানে ভয়ানক যুদ্ধ হয়। পঞ্জাবের শীখজাতির সহিতও যুদ্ধ হইয়াছিল, জেনারেল লর্ড গফ্‌কর্ত্তৃক শীখেরা পরাজিত হইলে, পঞ্জাবরাজ্য ইংরেজ-রাজ্য ভুক্ত করা হয়। রুশসম্রাট্ অবৈধরূপে তুরস্ক রাজ্য আক্রমণ করিলে, ইংরেজ ও ফরাসি গবর্ণমেণ্ট এক হইয়া তুরস্কের সহায়তা করিয়াছিলেন। অনন্তর রুশিয়া পরাজিত হইলে, যুদ্ধ নিবৃত্ত হয়।

এই ভীষণ সমরাগ্নি নির্ব্বাপিত না হইতেই ভারতবর্ষে সিপাহিবিদ্রোহ উপস্থিত হয়। সিপাহিরা ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমবাসী সাহসী জাতি। ইংরেজেরা প্রথমহইতেই ইহাদিগকে সৈন্যশ্রেণীভুক্ত-

করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ইহারা ভারতবর্ষে বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত করে। তৎকালে ভারতের রাজপ্রতিনিধি লর্ড ক্যানিং মহোদয়ের বুদ্ধি ও ক্ষমতাবলে একবৎসর-মধ্যেই রাজ্যে পুনঃ শান্তি স্থাপিত হয়। সিপাহিযুদ্ধের অবসানে কোম্পানীর হস্তহইতে মহারাণী সাক্ষাৎ ভাবে ভারত শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই সময় উদারহৃদয়া ভারতেশ্বরী ভারতের প্রজাদিগের জন্য ঘোষণা-পত্র প্রচার করেন, তাহ স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিবার যে সার-মর্ম্ম এই :—

"আমাদের অন্যান্য প্রজাগণের সহিত আমাদের কর্ত্তব্যের যে দায়িত্ব আছে, ভারতবাসী প্রজাদিগের সহিতও সেইরূপ দায়িত্ব আছে বলিয়া মনে করি। আমরা কখন কাহারও কোন ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করিব না। প্রজাগণের মধ্যে যে, যেধর্ম্মাবলম্বী হউন কেন, কেহই সে জন্য আমাদিগের কোনপ্রকার অনুরাগভাজন হইবে না। আমাদের কোন কর্ম্মচারী কাহারও কোন ধর্ম্ম বা উপাসনার প্রতি হস্তক্ষেপ করিলে, তজ্জন্য তিনি আমাদিগের অসন্তোষভাজন হইবেন। আমাদের প্রজাগণ যে জাতি, যে ধর্ম্মাবলম্বী

ও যে সম্প্রদায়ভুক্ত হউন্ না কেন, উপযুক্ত হইলে তাঁহাদিগকে সর্ব্ববিধ রাজকার্য্যে নিযুক্ত করা যাইবে। ভারতের শিল্প, বাণিজ্য, সাধারণ উন্নতি ও সর্ব্বপ্রকার হিতকরকার্য্যে আমাদিগের যথেষ্ট যত্ন ও উৎসাহ থাকিবে। ঈশ্বর আমাদিগকে ও আমাদের অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগকে প্রজার কল্যাণার্থ এই সমস্ত কার্য্য সম্পাদনে বলবিধান করিবেন, ইহাই তাঁহার সমীপে

ঐ রাজ-ধর্ম্ম চিরকালই ধর্ম্ম-ভিত্তির উপর ... হইয়াছে। ভারতের সিপাহি বিদ্রোহ কালে তিনিই উদাসীন মন্ত্রিসভা এবং পার্লেমেন্ট সভাকে কর্ত্তব্যসাধনে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। মহারাণীর আদেশেই মন্ত্রি-সমাজ এবং ভারতের রাজ-প্রতিনিধি লর্ড ক্যানিং দয়া ও ক্ষমাদ্বারা উত্তেজিত ভারতবাসীদিগকে বশীভূত করিতে সক্ষম হইয়াছিলে

ক্রিমীয় যুদ্ধে যেসকল সেনা যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হইয়াছিল, মহারাণী আপনার স্বাভাবিক সহৃদয়তাসহকারে সেই সকল বিকলাঙ্গ ও রুগ্ন সেনাদিগকে দেখিবার জন্য চ্যাথাম নগরীতে গমন করেন। তথায় আহত সেনাদিগকে দর্শন করিয়া তাহাদের দুঃখে ...

নুভূতি জ্ঞাপন করিলেন। এতদ্ভিন্ন তাহা-
নানাবিধ পুরস্কার প্রদান করিয়া পরিতুষ্ট
লন। সেই ভীষণ যুদ্ধে যেসকল সেনা হত
মহারাণী তাহাদের বিধবা পত্নী ও অনাথ
তিদিগকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করিলেন।
নরহিতৈষিণী কুমারী নাইটিঙ্গেল, অলৌকিক
উৎসাহসহকারে যুদ্ধক্ষেত্রের আহত রোগী-
সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। যুদ্ধাবসানে
ভিক্টোরিয়া সেই উচ্চহৃদয়া রমণীকে যথেষ্ট
ও আপ্যায়িত করিয়া ব্যালমোরেলের পার্ব্বত্য-
াদে লইয়া গেলেন। তথায় মহারাণী এই দেব-
রমণীর সহবাসে কিয়ৎসময় যাপন করিয়া আপ-
পরম কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন।

ারাণী জীবনে অনেক শোক পাইয়াছেন।
খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগেই রাজমাতা মেরি লুইসা
জ্বররোগে আক্রান্ত হইলেন। রাজমাতা সেই
ইণ্ডসর রাজপ্রাসাদের সন্নিকট ফ্রেগমোর নামক
অবস্থান করিতেছিলেন। মহারাণী পীড়ার
শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ রাজকুমার এলবার্ট ও

কুমারী এলিসের সর্গভিব্যাহারে মাতার নিকট
হইলেন। তিনি মাতার আহ্মদশা দর্শন করি
বাহিরে আসিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।
হৃদয়ে অসহ্য যাতনা হইতে লাগিল। তিনি
মাতার সন্নিধানে গমন করিলেন এবং তাঁহ
পার্শ্বে বসিয়া মাতার অবশ হস্তখানি ধারণ
এবং অনিমেষনয়নে তাহার দিকে চাহিয়া
দেখিতে দেখিতে মৃত্যুলক্ষণ প্রকাশ পাইতে
চিকিৎসকগণ মহারাণীকে গৃহের বাহিরে যাই
রোধ করিলে, মহারাণী গৃহের বাহিরে আসিয়
স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। এদিকে
লুইসা ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া পরলো
করিলেন। রাজকুমার এল্‌বার্ট কাঁদিতে
আসিয়া মহারাণীকে ধরিয়া তুলিলেন। পরে
রাজমাতা লুইসার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন কর
মহারাণী এই দিবস কাতরপ্রাণে মাতার শান্তি
ভগবানের সমীপে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন

অনন্তর তাঁহারা লণ্ডন নগরীতে প্রত্যাবৃত্ত
সত্ত্বর
তথায় আসিয়াই রাজকুমার এল্‌বার্টের জ্বর হ
ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে পীড়া ক্রমেই বৃদ্ধি

লাগিল। রাজকুমার একেবারে শয্যাগত হইয়া পড়িলেন। রাজকুমার এল্‌বার্টের এই অবস্থা দর্শন করিয়া পতিগতপ্রাণা মহারাণীর প্রাণে অত্যন্ত আতঙ্ক উপস্থিত হইল। ক্রমে তাঁহার পীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া পড়িল। রাজপরিবারের সকলেই এই বিপদের সময় রাজকুমার এল্‌বার্টকে দেখিতে আসিলেন। মহারাণী প্রাণের এই নিদারুণ যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া অবিশ্রান্ত রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি পুত্রকন্যাগণসহ পতির শয্যাপার্শ্বে বসিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে প্রিয়তম স্বামীর শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ভগবানের নিয়তি খণ্ডন করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। রাজকুমার এল্‌বার্ট সকলকে গভীর শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া পরলোকে গমন করিলেন। মহারাণীর পবিত্র জীবনের এই বিষাদের চিত্র অঙ্কিত করা অসাধ্য। পতিগতপ্রাণা ভিক্টোরিয়ার পতি-বিয়োগ-জনিত যাতনা, সেই হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দর্শন করিয়া, ইংলণ্ডবাসী নরনারী সকলেই গভীর শোকসাগরে নিমগ্ন হইলেন। ফলতঃ রাজকুমার এল্‌বার্টের মৃতদেহের সঙ্গে সঙ্গেই মহারাণীর প্রকৃত জীবন একরূপ শেষ হইয়া গেল! তাঁহার সেই চিরপ্রসন্নতা, সেই গভীর উৎসাহ,

সেই প্রাণের প্রাণতা,—অকালে চির-জীবনের মত প্রিয়তম স্বামীর সমাধিক্ষেত্রে লীন হইল।

রাজকুমারের মৃত্যুর পরে মহারাণীর মানসিক অসুস্থতার সঙ্গে২ শারীরিক অসুস্থতাও ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। ভগবানের কৃপায় অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার শরীর সুস্থ হইল। এই নিদারুণ শোকের সময়ও মহারাণী প্রজাগণের দুঃখ নিবারণ করিতে ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন নাই। হার্টলি নামক এক কয়লার খনিতে প্রায় দুইশত লোক অকস্মাৎ প্রাণ-ত্যাগ করে। এই ভীষণ দুর্ঘটনার সংবাদ শ্রবণ করিয়া মহারাণী তৎক্ষণাৎ মৃতলোকদিগের মাতা ও বিধবা পত্নীদের সমীপে গভীর ও সরল সহানুভূতিসূচক সংবাদ প্রেরণ করিলেন।

মহারাণী নিজের জীবনে বৈধব্য যাতনার তীব্রতা বিশেষরূপে অনুভব করিতেন, সুতরাং অপর কোন রমণী বিধবা হইলে তাঁহার কোমলপ্রাণ অমনি কাঁদিয়া উঠিত। আমেরিকার প্রসিদ্ধ প্রেসিডেন্ট গারফিল্‌ডের মৃত্যুতে সমস্ত সভ্য জগৎ শোকগ্রস্ত হইয়াছিল। তাঁহার অকাল মৃত্যুর কথা শ্রবণ করিয়া মহারাণীর প্রাণে

অত্যন্ত যাতনা হইল। তিনি স্বয়ং একখানি পত্র গারফিল্‌ডের বিধবা পত্নীর নিকট প্রেরণ করিলেন। সেই পত্রে মহারাণী লিখিয়াছিলেন, "আপনার বৈধব্যের সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমার প্রাণে যে কি গভীর ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আমি কি জানাইব। ঈশ্বর ভিন্ন এই শোকাতুর প্রাণে শান্তিবিধান করিবার আর কেহই নাই।"

প্রিয়তম পতির মৃত্যুর পরহইতে মহারাণী পূর্ব্বের ন্যায় উৎসাহ ও জাঁকজমকসহকারে কোনও আমোদ প্রমোদে যোগদান করেন না। তবে যে সকল কর্ত্তব্য কার্য্য না করিলে কর্ত্তব্যের হানি হয়, কেবল তাহাই সম্পাদন করিয়া থাকেন। বৈধব্যের পরে তিনি প্রিয়তমা কন্যা এলিসের ও তৎপরে কনিষ্ঠ পুত্র রাজকুমার লিওপোলডের অকালমৃত্যুতে নিদারুণ শোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাভিন্ন অন্যান্য আত্মীয়ের মৃত্যুতেও তিনি অনেক শোক পাইয়াছেন। একমাত্র ঈশ্বরের দিকে চাহিয়া মহারাণী সকল শোকই সহ্য করিয়া রহিয়াছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

হীরক জুবিলী।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মহারাণীর রাজত্বের ৫০ বৎসর পূর্ণ হয়, সেই সময়ে তাঁহার সমস্ত প্রজারা আনন্দোৎসব করিয়াছিলেন। গত ১৮৯৭ ২০শে জুন তারিখে মহারাজ্ঞীর রাজত্বকালের ৬০ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। এই উপলক্ষেও তাঁহার সসাগরা সদ্বীপা সাম্রাজ্যের প্রজাগণ সর্ব্বত্রই আনন্দোৎসব করিয়াছেন। রাজভক্ত ভারতের প্রজাগণ গত জুবিলী উপলক্ষে তাঁহাদের স্বাভাবিক রাজভক্তির পরিচয় প্রদান করায়, রাজরাজেশ্বরী অত্যন্ত পুলকিত হইয়াছেন। তিনি ভারতের বর্ত্তমান রাজপ্রতিনিধি মহাত্মা লর্ডএলগিন্ মহোদয়ের সমীপে লিখিয়াছিলেন,

"আমি হৃদয়ের সহিত আমার রাজভক্ত প্রজাবর্গকে ধন্যবাদ দিতেছি। ঈশ্বর তাহাদিগের মঙ্গল করুন্।"

হীরকজুবিলী উৎসব উপলক্ষে সাম্রাজ্যের নানা স্থানের অনেক কয়েদী মুক্ত হইয়াছে এবং বহুসংখ্যক রাজভক্ত যোগ্যব্যক্তি বিবিধ সম্মানসূচক উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার যাট্ বৎসর রাজত্বকালের মধ্যে যত সুখ ও সম্পদ্ বৃদ্ধি পাইয়াছে, রাজ্য যত বিস্তার লাভ করিয়াছে, সেরূপ আর কোন ইংলণ্ডেশ্বর বা ইংলণ্ডেশ্বরীর রাজত্বে ঘটে নাই। মহারাণীর রাজত্বে সূর্য্যদেব অস্তগত হয় না। ভারতেশ্বরী পরম ভাগ্যবতী, লক্ষ্মীস্বরূপিণী রমণী। ইংলণ্ডের আর কোন রাজা বা রাজ্ঞী কস্মিনকালেও একাদিক্রমে এতদীর্ঘকাল মহৈশ্বর্য্যের সহিত রাজমর্য্যাদা ভোগ করেন নাই। একজন ইংলণ্ডের পণ্ডিত লিখিয়াছেন, "মহারাণী ভিক্টোরিয়া ইংরেজের ভাগ্যলক্ষ্মী। তাঁহার রাজত্বের পূর্ব্বে রেলগাড়ী ছিলনা, ষ্টীমার ছিলনা, মহারাণীর রাজত্বের প্রারম্ভহইতেই রেলগাড়ী ও কলের জাহাজের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহার রাজত্বের সময়ই টেলিগ্রাফ, গ্যাসলাইট, বৈদ্যুতিক-আলোপ্রভৃতির যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময় ইংলণ্ডের শিল্পবাণিজ্যের যেরূপ অসাধারণ উন্নতি হইয়াছে, কল কারখানার যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, মহারাণীর রাজত্বের পূর্ব্বে ইহার শতাংশের একাংশও ছিল না। তাঁহার রাজত্বের সময় বিবিধ-প্রকারের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার হইয়াছে এবং ইংরেজী সাহিত্য, গণিত, উদ্ভিদ্, রসায়ন, চিকিৎসা-প্রভৃতিসমস্ত শাস্ত্রেরই যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। তাঁহার রাজত্বের সময় বাঙ্গালাভাষারও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। মহারাণীর রাজত্বের এই ষাট্ বৎসরকাল জগতের ইতিহাসে বিবিধ-উন্নতি-সূচক বলিয়া চির-প্রসিদ্ধ থাকিবে।

মহারাণীর রাজত্বের এই ষাট্ বৎসরকালমধ্যে জগতের ইতিহাসে কত পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। কত সমাজবিপ্লব, কত ধর্ম্মবিপ্লব, কত রাজ্য ধ্বংশ, কত স্বাধীন জাতি বৈদেশিক শাসনের অধীন হইয়াছে, কত পরাধীন জাতি স্বাধীনতার স্বর্গসুখ অনুভব করি-তেছে, কিন্তু এই সমুদয় পরিবর্ত্তনের মধ্যে ইংলণ্ডের রাজসিংহাসন একমাত্র মহারাণীর উদার ও পবিত্র চরিত্রগুণে অটলভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

মহারাণীর রাজশ্রী যেমন অত্যুজ্জ্বল, চরিত্রগৌরবেও

তিনি সেইরূপ পৃথিবীর সমুদয় ভূপতির যশঃকীর্ত্তি ম্লান করিয়াছেন। মহারাণীর চরিত্রবল তাঁহার স্থায়ী রাজত্বের একমাত্র কারণ। তাঁহার গৌরব-প্রভায় ইংলণ্ডের রাজসিংহাসন আজ জগতের সর্ব্বত্রই দীপ্তি-মান। মহারাণী তাঁহার পবিত্র জীবনের দৃষ্টান্ত এবং পাপের প্রতি বিরাগ ও সচ্চরিত্রতার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শনদ্বারা, ইংরেজসমাজকে উন্নত করিয়াছেন এবং জগতের সম্মুখে পবিত্রতার আদর্শ অতি উজ্জ্বল করিয়া ধারণ করিয়াছেন।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া আদর্শ-রমণী। কন্যারূপে তিনি দুহিতৃকুলের শিরোভূষণ, পত্নীরূপে তিনি একাগ্রমনা পতিপরায়ণতার পরম দৃষ্টান্তস্থল, বৈধব্যে তিনি প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্যের পবিত্র আদর্শ এবং জননীরূপে তিনি মাতৃ-কুলের শিরোমণি।

ভারতবাসী চিরকাল রাজভক্ত। তাঁহারা রাজাকে দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া থাকেন। এদেশের সুকুমারমতি বালক বালিকাগণের শৈশবকালহইতেই রাজভক্তি শিক্ষার সঙ্গে২ এই আদর্শ রমণীর পবিত্র জীবন চরিত আলোচনা করা একান্ত কর্ত্তব্য। রাজ্ঞী-রূপে তিনি আমাদের যেরূপ বরণীয়া, আদর্শ রমণীরূপে

তিনি ততোধিক পূজনীয়া। বর্ত্তমান সভ্য জগতে মহারাণীর ন্যায় আদর্শ-রমণী অতিবিরল।

সম্পূর্ণ